মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মে ২০২০ ■ বর্ষ ০৫ ■ সংখ্যা ০৫

বন্দরবার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

করোনা-ক্রান্তি সংকটে মেরিটাইম শিল্প

স্বাগত চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন চেয়ারম্যান

করোনা দুর্যোগেও সচল চট্টগ্রাম বন্দর

চলতি অর্থবছরে এশিয়ায় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হবে বাংলাদেশে

মে ২০২০
বর্ষ ০৫, সংখ্যা ০৫

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

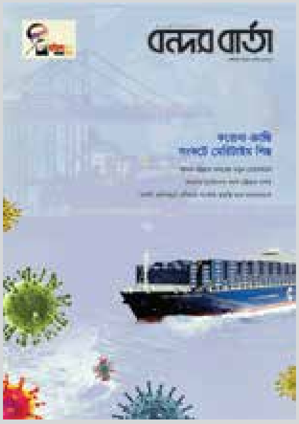

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম
আজাদ, (জি), এনজিপি, এনডিসি,
পিএসসি, বিএন

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
মোহাম্মদ আজিজুল মওলা
মো. শফিউল আজম খান

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
উজ্জল আহমেদ

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা:

এনলাইটেন ভাইবস
বাড়ি ৬, সড়ক ৩, সেক্টর ৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

করোনা মহামারি মোকাবিলায় সাপ্লাই চেইন তথা বন্দর সচল রাখার বিকল্প নেই

প্রিয় পাঠক, আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ, (জি), এনজিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। চট্টগ্রাম বন্দরের ৪০তম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। বন্দরবার্তার পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত এবং শুভেচ্ছা। আমাদের প্রত্যাশা, গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া চট্টগ্রাম বন্দর ও বাংলাদেশ মেরিটাইম শিল্প তাঁর নেতৃত্বে দূরদর্শী পথ খুঁজে নিবে।

এক অভূতপূর্ব সংকটে সারা বিশ্ব। করোনা নামের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে এক মহাদুর্যোগ। মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বব্যাপী মানুষ আজ গৃহবন্দি। স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ব বাণিজ্য। জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ও নিত্যপণ্যের বাইরে অন্যান্য পণ্যের সরবহরাহও প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) বলছে, ২০২০ সালে বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্য ১৩ থেকে ৩২ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। চীন-মার্কিন বাণিজ্যযুদ্ধ পুরো এক বছরে বিশ্ব বাণিজ্যের যে ক্ষতি করেছে, গ্রেট লকডাউনের কারণে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকেই তা অতিক্রম করে গেছে। করোনা মহামারি এবং লকডাউন পণ্য ও সেবা বাণিজ্য প্রতি প্রান্তিকেই ৩৬০ বিলিয়ন ডলার কমিয়ে দিতে পারে। চীনসহ পুরো বিশ্বের চাহিদা তলানিতে নেমে আসায় ২০২০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত শুধু রপ্তানিই হ্রাস পেয়েছে ১৬১ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ। স্বাভাবিকভাবেই এর বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে মেরিটাইম শিল্পে। মে মাসের জন্য নির্ধারিত কনটেইনার জাহাজের দুই হাজার ৬৯৩টি যাত্রার মধ্যে ৩০২টিই বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। আর ২০২০ সালের প্রথম ছয় মাসে বাতিল হয়েছে মোট এক হাজার ৬৭৫টি যাত্রা, যা ওই সময় পর্যন্ত নির্ধারিত মোট যাত্রার প্রায় ১১ শতাংশ। বোঝাই যাচ্ছে এক মহাসংকটে মেরিটাইম শিল্প। করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে মেরিটাইম বিশ্ব কীভাবে খাপ খাইয়ে নিবে তার ওপরই নির্ভর করবে আগামী দিনের বিশ্ব বাণিজ্যের গতিপথ। মেরিটাইম শিল্পে করোনার বৈশ্বিক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত থাকবে এবারের প্রধান রচনায়।

করোনা মহামারির সাথে যুদ্ধ করতে হলে সাপ্লাই চেইন তথা বন্দরগুলোকে সচল রাখার বিকল্প নেই। বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানির প্রায় পুরোটাই হয়ে থাকে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে। তাই একে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফলাইন, যার স্লোগান হলো, 'কান্ট্রি মুভস উইথ আস'। সুতরাং চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমে সামান্যতম নেতিবাচক প্রভাব পড়লে তা পুরো দেশের অর্থনীতির ওপরই বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। এই কারণেই বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ও আতঙ্কের ভয়াল থাবা মেলে দেওয়া কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ঠেকাতে দেশে চলমান সাধারণ ছুটির মধ্যেও ২৪ ঘণ্টাই সচল রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্য ওঠানামা ও সরবরাহের কাজ। এর সাথে সমন্বয় করে চালু রাখা হয়েছে বন্দরের অংশীজনদের কার্যক্রমও। সীমিত আকারে খোলা আছে পণ্য শুল্কায়নের সাথে জড়িত চট্টগ্রাম কাস্টমস এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক। জরুরি খাদ্যপণ্য, ওষুধসহ নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের শুল্কায়ন করছে কাস্টম হাউস।

এ ছাড়া করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারি সাধারণ ছুটি এবং কলকারখানা বন্ধ হওয়ায় আমদানিকারকরা কনটেইনার খালাস না করায় বন্দরে বড় ধরনের কনটেইনার ও জাহাজজটের সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা কাটাতে বন্দর কর্তৃপক্ষ দ্রুতই জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন এবং বন্দর ব্যবহারকারী অংশীজনদের নিয়ে টাস্কফোর্স গঠন, স্টোর রেন্ট মওকুফ এবং প্রথম বারের মতো সব ধরনের আমদানি পণ্য অফডক থেকে খালাসের ব্যবস্থা করাসহ নানা উদ্যোগ নিয়েছে। এতে করে লকডাউনের মধ্যেও দ্রুত স্বাভাবিক হয়েছে কনটেইনার জট। তবে এতেই সন্তুষ্ট হলে চলবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের মতো মধ্যম আয়ের দেশে নাগরিকদের জীবনমান নিশ্চিত করতে হলে চট্টগ্রাম বন্দর ও বন্দর ব্যবহারকারী পক্ষগুলোর মধ্যে আরও সমন্বয় বাড়াতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে হতে হবে একে অপরের সহায়ক। তাহলেই সম্ভব বন্দরের কার্যক্রম স্বাভাবিক রেখে দেশের অর্থনীতির উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখা। করোনা মোকাবিলায় চট্টগ্রাম বন্দরের ভূমিকা নিয়ে রয়েছে বিশেষ প্রতিবেদন।

প্রিয় পাঠক, আমরা চাই এদেশের মেরিটাইম চর্চাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে, সমৃদ্ধ কলেবরে বন্দরবার্তার পথচলা বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের বিকাশে আরও সহায়ক হবে-সেই প্রত্যাশা। সবাইকে শুভেচ্ছা।

জাফর আলম
সম্পাদক

এ সংখ্যায় থাকছে

০৬

সমগ্র বিশ্বজুড়ে যেন শক্তিশালী এক ঝড় বইছে। চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া নতুন করোনা ভাইরাসের কারণে সব দেশ, সব শহরই প্রায় অবরুদ্ধ। যাদের চাহিদা ও উৎপাদনের ওপর ভর করে বিশ্ব বাণিজ্যের গতিপথ তৈরি হয় সেই মানুষই এখন ঘরবন্দি। ফলে বড় ধরনের মন্দার মুখে বিশ্ব বাণিজ্য তথা বিশ্ব অর্থনীতি। আর বিশ্ব বাণিজ্যে স্থবিরতার ব্যাপক প্রভাব পড়ছে মেরিটাইম শিল্পে।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

মুখর বন্দর ▪ ১৯
- জাতীয় স্বার্থে সচল থাকবে বন্দর
- বন্দরের কনটেইনার স্টোর রেন্ট মওকুফ
- করোনা প্রতিরোধে ১০ কোটি ডলার দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক
- এডিপির বরাদ্দের ১,৬৩০ কোটি টাকা করোনা রোধে খরচ হবে
- ঢাকা ও চট্টগ্রামে বাণিজ্যিক এলাকায় সব ব্যাংক খোলা রাখার নির্দেশ
- পোশাক খাতের কোনো অর্ডার বাতিল করবে না সুইডেন
- এপ্রিলের ১৫ দিনে পোশাক রপ্তানি কমেছে ৮৪ শতাংশ
- দেশের রপ্তানি আয়ে নিম্নমুখী প্রবণতা
- ১০ দিনের মধ্যে বন্দরের জট সামলাতে টাস্কফোর্স
- বন্দর থেকে আমদানি পণ্যের কনটেইনার সরানোর অনুমোদন
- বন্দরে জট পাকিয়েছে পোশাক শিল্পের কাঁচামাল
- এপ্রিলে চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং কমেছে ৪৭ শতাংশ
- বেনাপোল দিয়ে আমদানি-রপ্তানি শুরু
- ১০ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে এডিবি
- বেশ কিছু খাতে শূন্য প্রবৃদ্ধি দেখবে এশিয়ার দেশগুলো
- মার্চে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে
- পচনশীল পণ্যে সংকট বাড়ছে চট্টগ্রাম বন্দরে

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরের আয়-ব্যয়, কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৮

গ্রন্থ পরিচিতি: *টু ইয়ারস বিফোর দ্য মাস্ট*
মেরিটাইম ফ্যাক্ট: *ইঞ্জিন অর্ডার টেলিগ্রাফ*
মেরিটাইম ইভেন্টস: *মেরিটাইম বিষয়ক নানা আয়োজনের সূচি*

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৪
- নৌপরিবহন ও মৎস্য আহরণে করোনা ভাইরাসের প্রভাব
- করোনা দুর্যোগেও টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি
- শূন্য নিঃসরণ প্রপালশন সিস্টেম স্থাপনের প্রস্তুতি
- তেল মজুদে ভরসা এখন জাহাজ
- বছরের প্রথম প্রান্তিকে দক্ষিণ এশিয়ার জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডে বিক্রি ১২৬টি জাহাজ
- রেকর্ড বছরের পরে এলএনজি সরবরাহে ছন্দপতন
- টোকিও উপসাগরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম পরীক্ষা
- পিপিই আরও সহজলভ্য করার আহ্বান নাবিকদের
- বেড়েই চলেছে কনটেইনার জাহাজের অলস সক্ষমতা
- মেরিন প্লাস্টিক বর্জ্য রোধে এফএও ও আইএমও'র চুক্তি
- করোনার অজুহাতে নাবিকদের বেতন কমানো যাবে না
- মালয়েশিয়ায় ছয় টন আফ্রিকান বনরুইয়ের আঁশ আটক
- তেলের দাম শূন্যের নিচে!
- মহামারির মধ্যেও বন্দর চালু রাখার প্রত্যয়
- লকডাউনে ক্রুরা, ভেঙে পড়ছে সরবরাহ শৃঙ্খল
- সালফার আইন মেনে চলায় উচ্চহার
- আরও ছাড়ের ঘোষণা সিঙ্গাপুর বন্দর কর্তৃপক্ষের
- আঙ্কটাডের ১০ দফা পরিকল্পনা
- উষ্ণ মহাসাগর ঘূর্ণিঝড় ও দাবানলের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে

১৯

এশিয়ায় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হবে বাংলাদেশে

ADB ASIAN DEVELOPMENT BANK	জিডিপি প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)		মুদ্রাস্ফীতি (শতাংশ)	
	২০২০	২০২১	২০২০	২০২১
বাংলাদেশ	৭.৮	৮.০	৫.৬	৫.৫
ভারত	৪.০	৬.২	৩.০	৩.৮
চীন	২.৩	৭.৩	৩.৬	১.৯
ভিয়েতনাম	৪.৮	৬.৮	৩.৩	৩.৫

সূত্র: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক ২০২০

০৪
স্বাগত বন্দর অধিনায়ক

চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ, (জি), এনজিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। ১২ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে তিনি দেশের অর্থনীতির প্রধান প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যানের পদে আসীন হলেন। এর আগে তিনি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৬০ সালে পোর্ট ট্রাস্ট গঠন করে চেয়ারম্যান পদ প্রবর্তনের পর থেকে হিসাবে চট্টগ্রাম বন্দরের ৪০তম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।

১১
বিশেষ রচনা

করোনা দুর্যোগেও সচল চট্টগ্রাম বন্দর (২য় পর্ব)

বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফলাইন চট্টগ্রাম বন্দর। দেশের মোট আমদানির ৮২ শতাংশ আর রপ্তানির ৯১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে চট্টগ্রাম বন্দর। আমদানি-রপ্তানির এই গতিতে সামান্যতম নেতিবাচক প্রভাব পড়লে তা পুরো দেশের অর্থনীতির ওপরই বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। তাই বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ও আতঙ্কের ভয়াল থাবা মেলে দেওয়া কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ঠেকাতে দেশে চলমান সাধারণ ছুটির মধ্যেও চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্য উঠানামা ও সরবরাহ কাজ ২৪ ঘণ্টা সচল রয়েছে। সীমিত আকারে খোলা ছিল পণ্য শুল্কায়নের সাথে জড়িত চট্টগ্রাম কাস্টমসের কার্যক্রমও।

চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন চেয়ারম্যান

রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ (জি), এনজিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন। ১২ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে তিনি দেশের অর্থনীতির প্রধান প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যানের পদে আসীন হলেন। এর আগে তিনি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৬০ সালে পোর্ট ট্রাস্ট গঠন করে পূর্ববর্তী পোর্ট কমিশনারের পদ বিলুপ্তি এবং চেয়ারম্যান পদ প্রবর্তনের পর থেকে হিসাবে চট্টগ্রাম বন্দরের ৪০তম চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ। মোংলা বন্দর পরিচালনায় তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা চট্টগ্রাম বন্দরকে আরও এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জীবন বৃত্তান্ত

রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ ওসমান গণি এবং মাতা মিসেস খোদেজা বেগম। তিনি ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশন লাভ করেন। রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পেশাগত কোর্স কৃতিত্বের সাথে শেষ করেছেন। তিনি যুক্তরাজ্যের ব্রিটানিয়া রয়্যাল নেভাল কলেজ থেকে আন্তর্জাতিক সাব লেফটেন্যান্ট কোর্স এবং লন্ডনের রয়্যাল নেভাল কলেজ থেকে প্রাথমিক স্টাফ কোর্স, তুরস্ক থেকে তুর্কি ভাষা কোর্স ও গানারি স্পেশালাইজেশন কোর্স, ভারত থেকে ইন্টারন্যাশনাল হিউমেনিটেরিয়ান ল' কোর্স, যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক্সিকিউটিভ ডিসিশন মেকিং কোর্স সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে এনডিসি কোর্স সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবনে রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নৌ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা ও নৌ সদরের বিভিন্ন পরিদপ্তরে পরিচালক, ফ্রিগেটসহ বিভিন্ন জাহাজের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বানৌজা তিতুমীর ও বানৌজা ঈশা খানের অধিনায়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এ ছাড়া তিনি র‍্যাব সদর দপ্তরের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইং এর পরিচালক, ইউনাইটেড ন্যাশনস ইন্টেরিম ফোর্স ইন লেবানন (ইউনিফিল) ব্যানকন-৪ এর কন্টিনজেন্ট কমান্ডার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সিভিল মিলিটারি রিলেশন ডাইরেক্টরেট এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে পেশাদারিত্ব ও সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'নৌ গৌরব' পদকে ভূষিত হন।

বিদায় রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ

দীর্ঘ দুই বছর দুই মাস চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নেতৃত্ব দিয়ে দায়িত্ব ছাড়লেন রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ (ই), পিএসসি, বিএন। ২০১৮ সালের ২৯ জানুয়ারি তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এর আগে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের সদস্য (প্রকৌশল) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে চট্টগ্রাম বন্দর মর্যাদাপূর্ণ লয়েড'স লিস্টের তালিকায় ৭১তম স্থান থেকে ৬৪তম স্থানে উঠে এসেছে। এ সময়কালে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালের নির্মাণকাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে ১০টি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন যুক্ত করা ছাড়াও বন্দরের নানা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতে
করোনা মহামারিতে বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্য
হ্রাস পাবে ১৩%

চাহিদা হ্রাসের কারণে
এপ্রিল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী রপ্তানি কমেছে
১৬১ বিলিয়ন ডলার

করোনা-ক্রান্তি সংকটে মেরিটাইম শিল্প

জিনারুল ইসলাম

প্রায় শতবর্ষ পর আরও একটি মহামন্দার মুখে বিশ্ব অর্থনীতি। ১৯৩০ এর মহামন্দার গোড়ার কারণ ছিল পুঁজিবাজারে ধস। ভোগ, বিনিয়োগ ও শিল্পোৎপাদন তলানিতে নেমেছিল। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই দেড় কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছিলেন। মন্দার আঁচ লেগেছিল যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও, শিল্পোন্নত প্রায় সব দেশে। এবারের মহামন্দার কারণ হতে যাচ্ছে গ্রেট লকডাউন। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা, একসাথে স্থবির হয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্ব। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এরকম আর দেখা যায়নি। সমগ্র বিশ্বজুড়ে যেন শক্তিশালী এক ঝড় বইছে। চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া নোভেল করোনা ভাইরাসের কারণে সব দেশ, সব শহরই প্রায় অবরুদ্ধ। যাদের চাহিদা ও উৎপাদনের ওপর ভর করে বিশ্ব বাণিজ্যের গতিপথ তৈরি হয় সেই মানুষই এখন ঘরবন্দি। জরুরি স্বাস্থ্য সেবা ও নিত্যপণ্যের বাইরে অন্য কিছুর আর তেমন চাহিদা নেই। চাহিদা নেই বলে উৎপাদনও নেই। অর্থাৎ করোনা ভাইরাসের ভয়ে অবরুদ্ধ বিশ্বে চলছে বাণিজ্য স্থবিরতার কাল।

বিশ্ব বাণিজ্যে করোনার প্রভাব

চীন-মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি এমনিতেই ২০০৯ সালের পর সর্বনিম্নে নেমেছে। যেটুকুও বা প্রবৃদ্ধি হচ্ছিল তা থামিয়ে দিয়েছে গ্রেট লকডাউন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) বলছে, করোনা পরিস্থিতি অতটা খারাপ না হলে ২০২০ সালে বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্য ১৩ শতাংশ হ্রাস পাবে। আর অবস্থা খুব বেশি খারাপ হলে ৩২ শতাংশে গিয়ে ঠেকবে। আর জার্মানির মিউনিখভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আলিয়্যাঞ্জ রিসার্চের প্রাক্কলন হলো, চীন-মার্কিন বাণিজ্যযুদ্ধ পুরো এক বছরে বিশ্ব বাণিজ্যের যে ক্ষতি করেছে, গ্রেট লকডাউনের কারণে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকেই তা অতিক্রম করে গেছে। করোনা মহামারি এবং লকডাউন পণ্য ও সেবা বাণিজ্য প্রতি প্রান্তিকেই ৩৬০ বিলিয়ন ডলার কমিয়ে দিতে পারে। চীনসহ পুরো বিশ্বের চাহিদা তলানিতে নেমে আসায় ২০২০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত শুধু রপ্তানিই হ্রাস পেয়েছে ১৬১ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ। আগামিতে বিশ্ববাণিজ্য স্বাভাবিকতা ফিরে পেতে শুরু করলেও তার গতি হবে খুবই ধীর।

সংকটে মেরিটাইম শিল্প

বৈশ্বিক বাণিজ্যে নিশ্চলতার বড় শিকার হবে মেরিটাইম শিল্প। তবে মেরিটাইম শিল্পের ওপর এর অভিঘাতের প্রকৃত গভীরতা নির্ভর করবে গ্রেট লকডাউন কতখানি প্রলম্বিত হয় তার ওপর। বর্তমান পরিস্থিতিতে বসে নেই গবেষক, বিশ্লেষক ও শিপিং লাইনাররা। নানা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তারা মেরিটাইম শিল্পের গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করছেন।

বিপুল ক্ষতির মুখে কনটেইনার পরিবহন

মেরিটাইম শিল্পের গতি-প্রকৃতি কোন দিকে যাচ্ছে সে সম্পর্কে নিয়মিত ধারণা দিয়ে আসছে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সি-ইন্টেলিজেন্স। তাদের পর্যবেক্ষণ খানিকটা এ রকম, করোনা ভাইরাস মহামারির প্রভাব খুব তীব্র না হলেও কনটেইনার পরিবহন এ বছর ১০ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান আলফালাইনারের প্রাক্কলন বলছে, প্রথমবারের মতো ৩০ লাখ টিইইউ কনটেইনার অলস বসে থাকবে। এর অর্থ দাঁড়ায় বৈশ্বিক কনটেইনারের ১৩ শতাংশই কোনো কাজে আসবে না। তবে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি হিসাবে নিলে কনটেইনার পরিবহনকারী জাহাজগুলোর সম্মিলিত লোকসান দাঁড়াবে ২৩ বিলিয়ন ডলারে। লোকসানের হিসাবটি করা হয়েছে ২০০৯ সালের মন্দার সময় ফ্রেইট রেট হ্রাসের তথ্য বিবেচনায় নিয়ে। করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে ফ্রেইট রেট হ্রাসের এ ঢেউ আরও বেশি গতি পেয়েছে।

কোভিড-১৯ এর প্রভাব বৈশ্বিক কনটেইনার পরিবহন শিল্পের ওপর কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে নিজেদের পর্যবেক্ষণ ২৩ এপ্রিল প্রকাশ করেছে কোপেনহেগেন ভিত্তিক মেরিটাইম ইন্টেলিজেন্স কোম্পানি ইইসি। শুধু মে মাসের জন্য নির্ধারিত দুই হাজার ৬৯৩টির মধ্যে ৩০২টি যাত্রা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। আর ২০২০ সালের প্রথম ছয় মাসে বাতিল হয়েছে কনটেইনার জাহাজের মোট এক হাজার ৬৭৫টি যাত্রা, যা ওই সময় পর্যন্ত নির্ধারিত মোট যাত্রার প্রায় ১১ শতাংশ।

ফার ইস্ট-ইউরোপ রুটে (হেড-হলের ক্ষেত্রে) শুধু এপ্রিলেই ১২৭টির মধ্যে ১৮টি অর্থাৎ ১৪ শতাংশ যাত্রা বাতিল করেছে কনটেইনার জাহাজ। এই রুটে ফেব্রুয়ারিতে বাতিল হয় ৩৬ শতাংশ ও মার্চে ২১

শতাংশ যাত্রা। তবে মে মাসের ১৯ শতাংশ যাত্রা এরই মধ্যে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। আর জুনে বাতিল হচ্ছে রুটটিতে কনটেইনার জাহাজের ১২ শতাংশ যাত্রা।

ফার ইস্ট-নর্থ আমেরিকা রুটে (হেড-হলের ক্ষেত্রে) এপ্রিলে বাতিল হয়েছে কনটেইনার জাহাজের ১৪ শতাংশ যাত্রা। এর মধ্য দিয়ে মাসটিতে সক্ষমতা ১৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে-এভাবেও বলা যায়। রুটটিতে ফেব্রুয়ারি মাসে বাতিল হয় ২৮ শতাংশ এবং মার্চে ৯ শতাংশ যাত্রা। এ ছাড়া মে মাসে ২ শতাংশ ও জুনে ১৫ শতাংশ যাত্রা বাতিল ঘোষণা করেছে এই রুটের কনটেইনার জাহাজগুলো।

করোনা ভাইরাস মহামারির সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা সইতে হচ্ছে বড় অপারেটরদের। সি-ইন্টেলিজেন্সের প্রাক্কলন বলছে, ধারণক্ষমতা অব্যবহৃত রেখে চলাচলের কারণে চলতি বছর শীর্ষস্থানীয় ১৫ অপারেটরকে ৬ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি গুনতে হবে। যদিও গত বছর এসব প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে ৫ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার মুনাফা ঘরে তুলেছিল। আর গত আট বছরে ২০ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার মুনাফা ব্যাল্যান্স শিটে যোগ করেছে।

এ পরিস্থিতিকে ২০১৬ সালের হানজিন বিপর্যয়ের সঙ্গে তুলনা করেছে ঋণমান নির্ণয়কারী সংস্থা মুডি'স। শিপিং শিল্পের অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে বলে এ বছরের শুরুতে সংস্থাটি যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছিল তাতেও পরিবর্তন এনেছে। করোনা ভাইরাস শিপিং শিল্পকে স্থিতিশীল অবস্থা থেকে ঋণাত্মক অবস্থায় নামিয়ে আনবে বলে মনে করছে মুডি'স।

চাপে বাল্ক ক্যারিয়ার

নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে বাল্ক ক্যারিয়ারগুলোও। এমনিতেই কয়লা, আকরিক লোহা, গম ও অন্যান্য পণ্যের পরিবহন হ্রাস পেয়েছে। এর ওপর পরিস্থিতির কারণে কম রেটেই এসব পণ্য পরিবহন করতে হচ্ছে বাল্ক ক্যারিয়ারগুলোকে। বিশ্বের বৃহত্তম আমদানিকারক চীন বছরের প্রথম প্রান্তিকে আকরিক লোহা ও কয়লার আমদানি লক্ষণীয় হারে কমিয়ে দিয়েছে।

পরিস্থিতি বিবেচনায় বছরের দ্বিতীয়ার্ধের আগে ফ্রেইট রেট বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছেন না বিশ্লেষকরা। তবে সেটাও নির্ভর করছে করোনা ভাইরাস মহামারি কতটা স্তিমিত হয় তার ওপর। বিশ্বব্যাপী এ দুর্যোগ অস্ট্রেলিয়া ও ব্রাজিলের রপ্তানিকে গিলে না ফিললেই কেবল ফ্রেইট রেট বাড়ার আশা করতে পারে বাল্ক ক্যারিয়াররা। তা না হলে বৃহৎ বাল্ক ক্যারিয়ারদের ফ্রেইট রেট (দৈনিক ৮,০০০ ডলার) এখন যেখানে আছে সেটা আরও অনেকদিন বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এতে বাল্ক ক্যারিয়ার অপারেটরদের লোকসানের অঙ্কটাও ক্রমে ফুলেফেঁপে উঠবে। কারণ বর্তমান ফ্রেইট রেট তাদের পরিচালন ব্যয়েরও নিচে।

ভিন্ন দুই বাস্তবতার সামনে ট্যাঙ্কার শিপিং

বিক্ষুব্ধ এ সময় বিপরীতধর্মী দুই বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ট্যাঙ্কার শিল্পকে। ওপেক প্লাস ভেঙে যাওয়ার ফলে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক দরপতন ঘটেছে। স্বল্প মেয়াদে এর প্রভাবটা ইতিবাচকভাবেই পড়ছে এ শিল্পের ওপর। কারণ জ্বালানি তেলের দাম পড়ে যাওয়ার কারণে এর চাহিদা সাময়িকভাবে বেড়েছে অন্তত মজুদের খাতিরে হলেও। ইকুইনরের মতো জ্বালানি খাতের জায়ান্টরা সমুদ্রবক্ষে জ্বালানি তেলের বড়সড় মজুদ গড়ে তুলছে। আর এ জ্বালানি তেল পরিবহনের কারণে ট্যাঙ্কার শিপিং কোম্পানিগুলোর ব্যালান্সশিট কিছুটা হলেও স্ফীত হচ্ছে। তবে সেটা স্বল্পমেয়াদি। দীর্ঘমেয়াদি অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে, যা নির্ভর করছে করোনা ভাইরাস মহামারির স্থায়ীত্বের ওপর। এই মহামারি জ্বালানি তেলের ভবিষ্যৎ চাহিদা এরই মধ্যে বেশ কমিয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ঠিক কতদিন পর্যন্ত জ্বালানি তেলের চাহিদায় এ মন্দা থাকবে সুনির্দিষ্টভাবে তা এখনও বলা যাচ্ছে না।

তবে ওয়েবার রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাডভাইজরি ১ মে ট্যাঙ্কার মার্কেট নিয়ে তাদের সর্বশেষ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তারা বলছে, ২০২০ সাল জুড়ে ভিএলসিসি (ভেরি লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার) রেট দৈনিক গড়ে ৮৫ হাজার ডলারের ওপরে থাকবে। তবে ২০২১ সালে তা ৬৫ হাজার ডলারের আশপাশে নেমে আসবে। অর্থাৎ ব্রেক-ইভেন রেট দৈনিক ৩০ হাজার ডলারের ওপরেই থাকবে।

বন্দরে বন্দরে পণ্যের স্তূপ

বন্দরে পণ্য পৌঁছালেও সময়মতো তা ছাড় করছেন না বা করাতে পারছেন না আমদানিকারকরা। চীনের বিভিন্ন বন্দর থেকে শুরু করে ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র এমনকি ভারতের বন্দরগুলোও একই ধরনের চাপের মধ্যে রয়েছে। ফিলিপাইনের বন্দরগুলোয় আমদানি পণ্য এই সময়ে ৩০ দিন পর্যন্ত পড়ে থাকতে দেখা যায়। অর্থাৎ বন্দরের সক্ষমতার ৯০ শতাংশের মতো ব্যবহার করা যাচ্ছে। যদিও সক্ষমতার ৬০ শতাংশ ব্যবহারকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয়।

উত্তর আমেরিকা বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা দোকান ও উৎপাদন কারখানাগুলোর অধিকাংশ বন্ধ থাকায় বন্দরগুলোয় পণ্যের স্তূপ জমছে। বাধ্য হয়ে মার্কিন আমদানিকারকরা আমদানি পিছিয়ে দিচ্ছেন অথবা বাতিল করছেন।

নজিরবিহীন স্থবিরতার বড় ধরনের প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পাদনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত নেদারল্যান্ডসের রটারড্যাম বন্দরে। ২০২০ সালের প্রথম প্রান্তিকে বন্দরটিতে পণ্য হ্যান্ডলিং হয়েছে ১১ কোটি ২৪ লাখ টন। লকডাউনপূর্ব সময়ে ২০১৯ সালের প্রথম প্রান্তিকে বন্দরটির মাধ্যমে এর চেয়ে ৯ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি পণ্য পরিবাহিত হয়েছিল। বছরশেষে এ বন্দর দিয়ে পণ্য পরিবহন সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না বলে মনে করছেন রটারড্যাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অ্যালার্ড কাস্টেলেইন।

পশ্চিম গোলার্ধের বন্দরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয় পোর্ট অব লস অ্যাঞ্জেলেসে। কিন্তু করোনা ভাইরাস মহামারি ২০২০ সালের প্রথম প্রান্তিকেই বন্দরটিতে কনটেইনার হ্যান্ডলিং ১৫ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। কনটেইনার জাহাজগুলোর ব্যাপক হারে যাত্রা বাতিলের কারণেই এমনটা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত লস অ্যাঞ্জেলেস বন্দর অভিমুখী ২৪টি যাত্রা বাতিল হয়েছে।

মাসভিত্তিক কার্গো পরিবহনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ফেব্রুয়ারিতে লস অ্যাঞ্জেলেস বন্দরে কার্গোর পরিমাণ ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ ও মার্চে ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

জাহাজ নির্মাণের গতি কমেছে

করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে নতুন জাহাজ সরবরাহে বড় ধরনের পতন দেখছে ক্লার্কসন রিসার্চ। লন্ডনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির উপাত্ত বলছে, ২০২০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত নতুন জাহাজ নির্মাণ ডেডওয়েট টনের হিসাবে বছরওয়ারি ১৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। পুরো বছরের জন্য দেওয়া আগের পূর্বাভাসেও সংশোধনী এনেছে ক্লার্কসন রিসার্চ। ২০২০ সালের পুরো সময়ে ৭ কোটি ৪০ লাখ ডেডওয়েট টনের বেশি জাহাজ নির্মাণ সম্ভব হবে না বলেই মনে করছে তারা। করোনা ভাইরাস মহামারি পূর্ববর্তী সময়ের আগে বছরের শুরুর দিকে দেওয়া পূর্বাভাসের তুলনায় এটা ১৮ শতাংশ এবং ২০১৯ সালের তুলনায় ২৫ শতাংশ কম।

২০২০ সালের প্রথম তিন মাসে নতুন জাহাজ নির্মাণের চুক্তিও পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গত ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র ১৮৪টি জাহাজ নির্মাণের চুক্তি হয়েছে। নির্মাণ সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতার কারণে মূলত জাহাজ নির্মাণে বিলম্ব হচ্ছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ক্রেতাদেশগুলো তারল্য সংকটে রয়েছে। ফলে সরবরাহ নিতে সময়ক্ষেপণ করছে তারা।

নতুন জাহাজ নির্মাণের এক-তৃতীয়াংশই হয় চীনে। কর্মী সংকটে নতুন জাহাজ নির্মাণযজ্ঞে ভাটা পড়েছে সেখানেও। কারণ করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে সরকারের নির্দেশনা মেনে কর্মীদের কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হচ্ছে। পাশাপাশি বিশ্বের শিপবিল্ডিং ইয়ার্ডগুলোয় জাহাজ নির্মাণের উপকরণও পৌঁছাচ্ছে দেরি করে। চীনের ইয়ার্ডগুলো গত বছর ৬৯টি ভিএলসিসি সরবরাহ করলেও এবার ৪৯টির বেশি সরবরাহ করা সম্ভব হবে না বলেই মনে করছেন সবাই।

এ ছাড়া তারল্য সংকটে ভুগছে শিপইয়ার্ডগুলোও। এ থেকে উত্তরণে নানা উপায় খুঁজছে তারা। সংকট কাটাতে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান চায়না স্টেট শিপবিল্ডিং করপোরেশন ৭৮ কোটি ৮২ লাখ ডলারের 'করোনা ভাইরাস বন্ড' ছেড়েছে। বন্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ পরিচালন মূলধন হিসেবে ব্যয় করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি।

ভেসেল কন্ট্রাক্টিংও ব্যাপক হারে কমিয়ে দিয়েছে করোনা ভাইরাস মহামারি। জাহাজ মালিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন বাল্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (বিমকো) ভেসেল কন্ট্রাক্টিংয়ের সর্বশেষ যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তাতে গ্রেট লকডাউনের কারণে ভেসেল কন্ট্রাক্টিং হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। বিমকোর উপাত্ত বলছে, ২০২০ সালের প্রথম প্রান্তিকে ভেসেল কন্ট্রাক্টিং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫৫ শতাংশ কমেছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে অর্ডার হয়েছে মাত্র ৬৬ লাখ ডেডওয়েট টন (কনটেইনার জাহাজ, বাল্ক ক্যারিয়ার, প্রোডাক্ট ট্যাঙ্কার ও ট্যাঙ্কার মিলিয়ে)। ২০১৯ সালের প্রথম প্রান্তিকে যেখানে এর পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৭ লাখ ডেডওয়েট টন।

ক্লার্কসন রিসার্চের মতে ২০২০ সালে
৭.৪ লাখ ডিডব্লিউটি জাহাজ
নির্মিত হবে; যা ২০১৯ সালের চেয়ে ২৫% কম

২০১৯ সালের তুলনায়
২০২০ সালের প্রথম প্রান্তিকে
জাহাজ রিসাইকলহ্রাস পেয়েছে ১১%

২০১৯ ও ২০২০ সালের জানুয়ারি-মার্চ মাসের বিশ্বব্যাপী জাহাজ ভাঙার চিত্র

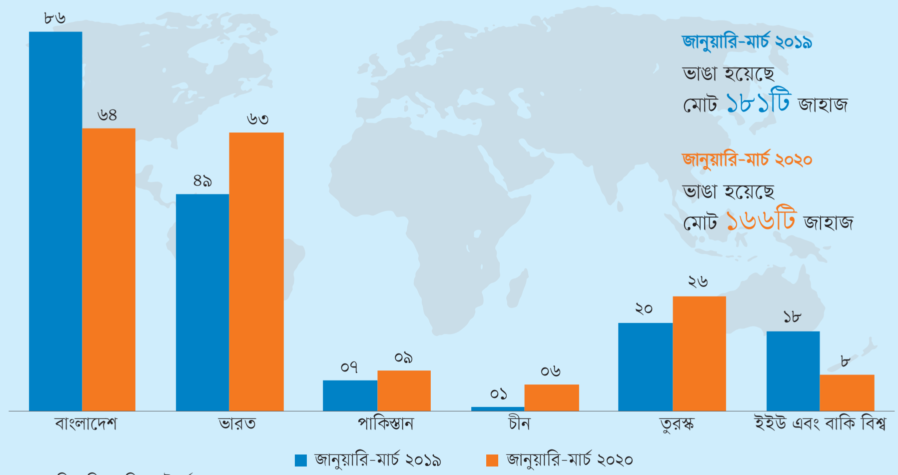

সূত্র: এনজিও শিপব্রেকিং প্লাটফর্ম

আক্রান্ত জাহাজভাঙা শিল্পও

করোনা ভাইরাসের আঘাত থেকে মুক্ত নয় জাহাজভাঙা শিল্পও। স্টিল মিলগুলোর চাহিদা কমায় চাপে রয়েছে শিল্পটি। বাংলাদেশের উদাহরণ দিয়ে শিপব্রোকার ক্লার্কসন প্ল্যাট্যু হেলাস তাদের সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশে ইস্পাত পণ্যের দাম কমায় প্রতি সপ্তাহেই স্ক্র্যাপের মূল্যহ্রাসের চাপে থাকছে শিপব্রেকিং ইয়ার্ডগুলো। তবে ভারত ও পাকিস্তানের বাজার এখনও স্থিতিশীল আছে এবং আগামীতে কী অবস্থায় যাবে তা বলার সময় এখনও আসেনি।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্যাশ বায়ার জিএমএস জানিয়েছে, বৈশ্বিক পুঁজিবাজার ২০০৮ সালের পর সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে শিপব্রেকিং শিল্পেও। গত কয়েক বছরে শিল্পটিতে যে জোয়ার এসেছিল করোনা ভাইরাস মহামারি তাতে ভাটার টান এনে দিয়েছে। এ ছাড়া ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই নাবিকদের জন্য ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক করেছে। এটাও করোনা ভাইরাস আক্রান্ত দেশগুলো থেকে জাহাজের আগমন কমিয়ে দিচ্ছে।

২০২০ সালের জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিকে জাহাজ ভাঙার একটি পরিসংখ্যান এরই মধ্যে প্রকাশ করেছে এ শিল্প নিয়ে কাজ করা সংস্থা এনজিও শিপব্রেকিং প্লাটফর্ম। তারা দেখিয়েছে ২০২০ সালের জানুয়ারি-মার্চ সময়ে বিশ্বব্যাপী জাহাজ রিসাইকলের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১ শতাংশহ্রাস পেয়েছে। ২০১৯ সালের প্রথম প্রান্তিকে বিশ্বের বিভিন্ন শিপব্রেকিং ইয়ার্ডে ১৮১টি জাহাজ ভাঙা হলেও এ বছরের একই সময়ে ভাঙা হয়েছে ১৬১টি।

চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে বাংলাদেশেও স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩ শতাংশের বেশি কমেছে। এনজিও শিপব্রেকিং প্লাটফর্মের উপাত্ত বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে ভাঙার জন্য বাংলাদেশে জাহাজ আমদানি হয়েছে ৫৪টি। যদিও গত বছরের ঠিক এই সময়ে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি হয়েছিল ৮৬টি। স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানিহ্রাসের কারণ হিসেবে করোনা ভাইরাস মহামারিকে দায়ী করা হচ্ছে। কারণ জাহাজিদের জাহাজ নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম মেনে চলতে হচ্ছে। এতে কমছে জাহাজের আগমন। তাছাড়া অন্য সব কিছুর মতো পুরানো জাহাজ কেনাবেচায়ও এক ধরনের স্থবিরতা চলছে।

যদিও একই সময়ে ভারত ও পাকিস্তানে জাহাজ ভাঙা বেড়েছে। এনজিও শিপব্রেকিং প্লাটফর্মের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই মহামারির মধ্যেও ভারত ও পাকিস্তানে স্ক্র্যাপ জাহাজের আমদানি কমেনি, বরং বেড়েছে। ২০১৯ সালের প্রথম প্রান্তিকে ভারতের শিপব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোয় মোট ৪৯টি জাহাজ ভাঙার জন্য আনা হলেও এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩ তে। একইভাবে পাকিস্তানে ২০১৯ সালের প্রথম তিন মাসে সাতটি জাহাজ ভাঙার জন্য আনা হলেও এবার আনা হয়েছে নয়টি।

এবার দেখে নেওয়া যাক কোথা থেকে এসেছে এসব জাহাজ। এনজিও শিপব্রেকিং প্লাটফর্মের উপাত্ত বলছে, দক্ষিণ এশিয়ার ইয়ার্ডগুলোয় ভাঙার জন্য সবচেয়ে বেশি জাহাজ পাঠিয়েছে সৌদি আরব। এরপর সবচেয়ে বেশি জাহাজ বিক্রি করেছে দক্ষিণ কোরিয়া ও গ্রিসের জাহাজ মালিকরা। বার্জ বাঙ্ক নামে একটি কোম্পানি এ বছর পাঁচটি জাহাজ ভাঙার জন্য বাংলাদেশের শিপব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোয় পাঠিয়েছে। গত বছরও চারটি জাহাজ পাঠিয়েছিল তারা।

ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কি ক্রুজ লাইনাররা

করোনা ভাইরাস মহামারির ধাক্কা সবচেয়ে বেশি লেগেছে যে খাতগুলোতে ক্রুজ লাইনার তার অন্যতম। একের পর এক যাত্রা বাতিল করতে হয়েছে তাদের। ডায়মন্ড প্রিন্সেসসহ বেশ কয়েকটি জাহাজে যাত্রীদের মধ্যে কোভিড-১৯ শনাক্ত হওয়ার পর যাত্রীদের আস্থায়ও চিড় ধরেছে। ফলে সংকটে পড়েছে ৪৫ বিলিয়ন ডলারের ক্রুজ শিল্প। ক্রুজ লাইনাররা এ সংকট মোকাবিলায় সক্ষম হবে বলে আশাবাদী হলেও তা অতোটা সহজ হবে না। এ মহামারির যে ব্যাপকতা তাতে আগামী মে মাসের মধ্যভাগের আগ পর্যন্ত সম্ভবত তীরেই রাখতে হবে ক্রুজ শিপগুলোকে।

এ খাতের সবচেয়ে বড় তিন প্রতিষ্ঠান কার্নিভাল ক্রুজ, নরওয়েজিয়ান ক্রুজ এবং রয়্যাল ক্যারিবিয়ান ক্রুজ সম্প্রতি জানিয়েছে যে, করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে ৪০ শতাংশ জাহাজের যাত্রা বাতিল করতে হয়েছে তাদের। রুট পরিবর্তন করতে হয়েছে আরও ৪০ শতাংশের। পরিকল্পনামাফিক চলতে পেরেছে মাত্র ২০ শতাংশ ক্রুজ শিপ। এর প্রভাব পড়েছে তাদের ব্যবসায় ও শেয়ারহোল্ডারদের আস্থায়। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত এ তিন কোম্পানির শেয়ার জানুয়ারি থেকে ১০-১৬ শতাংশ দর হারিয়েছে। ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা মে মাস পর্যন্ত বহাল থাকলে শেয়ার দর ১৪ শতাংশহ্রাস পাবে বলে বিনিয়োগকারীদের জানিয়ে দিয়েছে কার্নিভাল ক্রুজ। আর যাত্রা বাতিল আরও দীর্ঘ হলে বছর শেষে ১২ শতাংশ কম আয় নিয়েই বিনিয়োগকারীদের সন্তুষ্ট থাকতে বলেছে রয়্যাল ক্যারিবিয়ান।

এ পরিস্থিতিকে নজিরবিহীন বলছেন কর্নেল স্কুল অব হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সহযোগী অধ্যাপক রবার্ট কোর্টনিক। তাই এ পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতিটাও হতে হবে নজিরবিহীন। এক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে চারটি বিষয়কে–আর্থিক, পরিচালন, কাঠামোগত ও ধারণাগত। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা আর্থিক। মূলধনী ব্যয়হ্রাস করে, পূর্বনির্ধারিত রেনোভেশন প্রকল্প বাদ দিয়ে, অর্থায়নের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে এ ধাক্কা সামলে উঠতে পারে ক্রুজ লাইনাররা। অতিথিদের আস্থা ধরে রাখাটাও খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য তাদের বাড়তি কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমেই অতিথিদের মধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, ক্রুরা কোভিড-১৯ মুক্ত এবং জাহাজও সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে ক্রুজ লাইনারও হয়তো ঘুরে দাঁড়াবে। তবে এজন্য সময় দিতে হবে। প্রচুর কাজও করতে হবে।

বিপাকে কার ক্যারিয়ার

মেরিটাইম কার ক্যারিয়ার ব্যবসার অস্তিত্ব অটোমোবাইল কোম্পানিগুলোর হাতে। গাড়ির উৎপাদন যত বেশি হবে কার ক্যারিয়ার শিল্পের আর্থিক অবস্থাও তত পুষ্ট হবে। এমনিতেই চাহিদা কমে যাওয়ায় উৎপাদনহ্রাসের চাপে ছিল অটোমোবাইল কোম্পানিগুলো। কেউ কেউ উৎপাদন কমিয়েও এনেছিল। এর সঙ্গে নতুন বিপত্তি হিসেবে যোগ হয়েছে করোনা ভাইরাস মহামারি। বিশ্বের অধিকাংশ অটোমোবাইল কারখানাই তাদের উৎপাদন বন্ধ রেখেছে অথবা সীমিত করে এনেছে। এর প্রভাব পড়েছে কার ক্যারিয়ারের ওপর। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কার ক্যারিয়ার নরওয়ের ওয়ালেনিয়াস উইলহেমসেনের মার্চে দেওয়া এক ঘোষণায়। যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোয় আড়াই হাজার কর্মীকে ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে কার ক্যারিয়ারটি। পাশাপাশি বহর থেকে ১৪টি জাহাজ বাদ দেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের লং বিচ বন্দরে পণ্য খালাসে বিলম্বের ঘটনা বিরল। এবার সেটিই হয়েছে ক্যার ক্যারিয়ার জুপিটার স্পিরিটের ক্ষেত্রে। ক্যারিয়ারটি নিশানের ২ হাজার আরমাডা এসইউভি নিয়ে ২৪ এপ্রিল লস অ্যাঞ্জেলেস পোতাশ্রয়ে পৌঁছায়। কিন্তু গভীর সমুদ্রের মাইলখানেক দূরে নোঙর করতে হয় জুপিটার স্পিরিটকে। কারণ, কার ক্যারিয়ারের দীর্ঘ জটলা। যুক্তরাষ্ট্রে গাড়ি বিক্রি কমে যাওয়ায় খালাসের এ

২০২০ সালে বাংলাদেশে
৫৪টি স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি করা হয়েছে
গত বছর এ পরিমাণ ছিল ৮৬টি

সবচেয়ে বড় তিন ক্রুজ লাইনারের
৪০% যাত্রা বাতিল হয়েছে
শেয়ারে দরপতন হয়েছে ১০-১৬%

দুরবস্থা। এক সপ্তাহ অপেক্ষার পর গাড়িগুলো খালাসে সক্ষম হয় জুপিটার স্পিরিট।

তারল্য সংকট

করোনা ভাইরাসের কারণে থমকে যাওয়া বিশ্বে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে তারল্য সংকট। বেশ কয়েকটি শিপিং লাইনে এরই মধ্যে এ সংকট দেখা দিয়েছে। বিশ্বের দশম শীর্ষ শিপিং লাইন সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল লাইন তারল্য সংকট কাটাতে কিছু সম্পদ বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মায়ের্স্ক লাইন ৪ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার নগদ হাতে নিয়ে ২০২০ সাল শুরু করলেও তারল্য সংকটের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। বিদ্যমান বাস্তবতায় শিপিং লাইনগুলোকে ঋণ পরিশোধে সমস্যায় পড়তে হবে বলে মনে করছেন জার্মানির জাহাজ মালিকদের সংগঠনের প্রধান আলফ্রেড হার্টম্যান।

তবে নগদ অর্থের পাশাপাশি ব্যয় নিয়েও ভাবতে হচ্ছে হ্যাপাগ লয়েড এজির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রল্ফ হাবেন ইয়ানসেনকে। ২০১৯ সালেই ৪১ কোটি ডলার মুনাফা করেছে জার্মানভিত্তিক শিপিং লাইনটি। যদিও বছরটিকে বহু বহু দূরের মনে হচ্ছে ইয়ানসেনের কাছে। ঠিক যেমন দূরের মনে হচ্ছে ভবিষ্যতের সুদিনকে।

বাড়ছে মেরিটাইম অপরাধ

নোভেল করোনা ভাইরাস এখন আর কেবল স্বাস্থ্য বা অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ নয়। নিরাপত্তা খাত, বিশেষ করে মেরিটাইম শিল্পের নিরাপত্তার জন্যও হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। বরাবরই দস্যুতা প্রতিরোধে কার্যকর কৌশল ও সমন্বিত নিরাপত্তা উদ্যোগের ঘাটতির কারণে পশ্চিম আফ্রিকার জলসীমাকে জলদস্যুদের অভয়ারণ্য হিসেবে ধরা হয়। করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে এ অঞ্চলে দস্যুতা ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পশ্চিম আফ্রিকার জলসীমায় ঠিক কী কারণে দস্যুতা বাড়বে তার একটি ব্যাখ্যা তৈরি করেছে মেরিটাইম শিল্পের নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান দেওয়া প্রতিষ্ঠান ড্রায়াড গ্লোবাল। তাদের বিশ্লেষণ হলো, করোনা ভাইরাস মহামারি যদি সাব-সাহারা অঞ্চলে ব্যাপক মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এ অঞ্চলের স্বাস্থ্যখাতের ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি হবে এবং অধিকাংশ দেশের সরকারের সব মনোযোগ থাকবে সেদিকে। মেরিটাইম অপরাধ দমনের উদ্যোগে ভাটা পড়ায় অরক্ষিত হয়ে উঠবে পশ্চিম আফ্রিকার জলসীমা। ফলে দস্যুতা না কমে উল্টো বহুলাংশে বেড়ে যাবে। আর পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়া থাকবে মেরিটাইম অপরাধের ভরকেন্দ্রে। করোনা ভাইরাসের কারণে জাহাজের আগমন যদি কমেও দস্যুতা হয়তো কমানো যাবে না।

মেরিটাইম অপরাধের নিয়মিত হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করে আসছে সিঙ্গাপুরভিত্তিক তথ্য বিনিময়কারী সংস্থা দ্য রিজিওনাল কোঅপারেশন এগ্রিমেন্ট অন কমব্যাটিং পাইরেসি অ্যান্ড আর্মড রবারি এগেইনস্ট শিপস ইন এশিয়া বা রিক্যাপ। করোনা মহামারির সময়ের তিন মাসের অর্থাৎ ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত দস্যুতার যে পরিসংখ্যান সংস্থাটি প্রকাশ করেছে তা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এই সময়ে এশিয়ায় দস্যুতা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। ২০১৯ সালের প্রথম তিন মাসে এশিয়ার জলসীমায় যেখানে মাত্র ১০টি দস্যুতার ঘটনা ঘটেছিল, ২০২০ সালের একই সময়ে সেখানে ঘটেছে ২৯টি দস্যুতার ঘটনা। অর্থাৎ করোনা ভাইরাস মহামারির মধ্যে শুধু এশিয়াতেই জলদস্যুতা বেড়েছে ২৯০ শতাংশ।

রিক্যাপের তথ্যে লক্ষণীয় দিক হলো, এ সময় বাংলাদেশের জলসীমায় তিনটি দস্যুতার ঘটনা ঘটেছে। যদিও গত বছরের প্রথম তিন মাসে বাংলাদেশের জলসীমায় দস্যুদের কোনো তৎপরতাই দেখা যায়নি। রিক্যাপের ভাষ্যমতে, বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও সিঙ্গাপুরের জলসীমায়ও দস্যুতার ঘটনা বেড়েছে। ভারতের জলসীমায় ২০২০ সালের প্রথম প্রান্তিকে ছয়টি দস্যুতার ঘটনা ঘটেছে। যদিও ২০১৯ সালের প্রথম প্রান্তিকে ভারতের জলসীমা দস্যুমুক্ত ছিল। একইভাবে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে ইন্দোনেশিয়ায় ছয়টি ও ফিলিপাইনে চারটি দস্যুতার ঘটনা ঘটেছে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে দেশের জলসীমায় যেখানে দস্যুতার ঘটনা ঘটেছিল যথাক্রমে তিনটি ও দুটি। পরের মাস অর্থাৎ এপ্রিল, ২০২০ এ এশিয়ার জলসীমায় দস্যুতার আরও আটটি ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে দুটি করে দস্যুতার ঘটনা ঘটে সিঙ্গাপুর ও ফিলিপাইনে। একটি করে দস্যুতার ঘটনা ঘটেছিল ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনামের জলসীমায়।

তবে এর মধ্যে চীনের বন্দর ও বহির্নোঙরের পরিবেশে উন্নতি দেখা গেছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে চীনের জলসীমায় দস্যুতার কোনো ঘটনাই ঘটেনি। অথচ গত বছরের এই সময়ে সেখানে তিনটি দস্যুতার ঘটনা নথিবদ্ধ করা হয়েছিল। এ ছাড়া গত প্রান্তিকে ভারতের গুজরাট উপকূল, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙর ও সিঙ্গাপুর উপকূলে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতকারীকে গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে।

ভয় এবং আতঙ্কে নাবিকেরা

করোনা ভাইরাস মহামারির ভয় ও আতঙ্ক নাবিকদের তাড়া করছে। শুধু কার্গো পরিবহন নয়, সারাক্ষণ সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের। কবে নাগাদ বাড়ি ফিরতে পারবেন সে ব্যাপারে অন্ধকারে থেকেই বিরতিহীনভাবে কাজ করে যেতে হচ্ছে। এতে নাবিকদের মধ্যে ক্লান্তি ও ও অবসাদ ভর করছে। জাহাজকে ভাইরাসমুক্ত রাখতে সার্বক্ষণিক জীবাণুনাশের কাজও করতে হচ্ছে তাদের। বাড়তি এ কাজ নাবিকদের কাজের চাপকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

করোনা মহামারির এই সময়ে নাবিকদের আরেক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পিপিই (ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ) নিয়ে। এমনিতেই পিপিইর সংকট রয়েছে। তার ওপর যেসব কর্মকর্তা বিভিন্ন কাজে জাহাজে উঠছেন, তাদেরও অনেকে নিজেকে শতভাগ সুরক্ষিত রাখছেন না। অধিকন্তু 'জিরো কন্টাক্ট' এর যে নীতি নেওয়া হয়েছে তাকে অবাস্তবসম্মত ও পরিপালন অযোগ্য বলে মনে করছেন নাবিকরা। সব মিলিয়ে করোনা ভাইরাস মহামারি সমুদ্রে তাদের হাপিয়ে তুলছে।

দাতব্য সংস্থা 'মিশন টু সিফেয়ারার্স' এর ২০২০ সালের প্রথম প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ) হ্যাপিনেস ইনডেক্সেও। ৫ মে ২০২০ তারিখে প্রকাশিত সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ বছরের প্রথম প্রান্তিকের হ্যাপিনেস সূচকে স্কোর দাঁড়িয়েছে ১০ এর মধ্যে ৬ দশমিক ৩। ২০১৯ সালের শেষ প্রান্তিকের সূচকে স্কোর ছিল যেখানে ৬ দশমিক ৩৯। অর্থাৎ করোনা ভাইরাস মহামারি সমুদ্রে নাবিকদের মানসিক সুস্থতায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

দেশে দেশে পদক্ষেপ

করোনা মহামারি ঠেকাতে বিশ্বব্যাপী লকডাউন চললেও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ অব্যাহত রাখতে দেশগুলোকে সীমিত পরিসরে উৎপাদন ও পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে।

চীন

নোভেল করোনা ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় চীনের হুবেই প্রদেশের উহান নগরীতে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে। ২০২০ সালের মার্চে বিশ্ব

কোভিড-১৯ মহামারি এবং নৌপরিবহন শিল্প

ক্রুজ লাইনার শিল্প

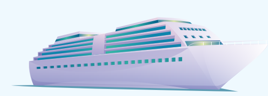

- বিশ্বব্যাপী ক্রুজ কোম্পানিগুলো জানুয়ারি থেকে ৭৫০ মিলিয়ন ডলারের বেশি রেভেনিউ হারিয়েছে।
- শেয়ার মার্কেটে শীর্ষ ক্রুজ কোম্পানিগুলোর দরপতন হয়েছে ৬০-৭০%।

ট্যাঙ্কার শিপিং

- বছরভিত্তিক চুক্তিতে ভেরি লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ারের (ভিএলসিসি) দৈনিক ভাড়া বাবদ ব্যয় এক ধাক্কায় ২০-৩০% পর্যন্ত বেড়েছে।
- স্পট আর্নিং কমে গেছে ৭০% পর্যন্ত।

কনটেইনার পরিবহন

- এক মাসে কনটেইনার জাহাজগুলো তাদের মোট পরিবহন সক্ষমতার সর্বোচ্চ ১৩% ব্যবহার করতে পারেনি।
- কনটেইনার ট্রাফিক হ্রাসের কারণে কনটেইনার লাইনগুলোর প্রতি সপ্তাহে ৩৫০-৫০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হচ্ছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন কেন্দ্রিক বৈশ্বিক বাণিজ্যের ৭৫% এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ৩০% পণ্য সমুদ্রপথে পরিবাহিত হয়।

২০২০ সালের প্রথম প্রান্তিকে
২৯টি দস্যুতার ঘটনা ঘটেছে,
২০১৯ সালে যা ছিল মাত্র ১০টি

জর্জিয়ার বন্দরে
জাহাজ পৌঁছানোর অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে
মেরিটাইম হেলথ ডিক্লারেশন দাখিল করতে হবে

এশিয়াজুড়ে জাহাজে সশস্ত্র ডাকাতি এবং জলদস্যুতা
(জানুয়ারি-মার্চ ২০২০)

ReCAAP Information Sharing Centre

জাহাজে সশস্ত্র ডাকাতির **২৯টি** ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে, যার মধ্যে

২৮টি সফল হামলা

১টি ব্যর্থ চেষ্টা

যা জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ এর তুলনায় **৩ গুণ**

এই **২৯টি** ঘটনাই ছিল জাহাজের সশস্ত্র ডাকাতি

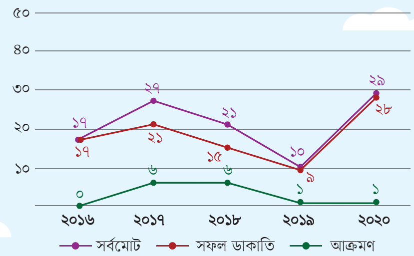

জাহাজের অবস্থান

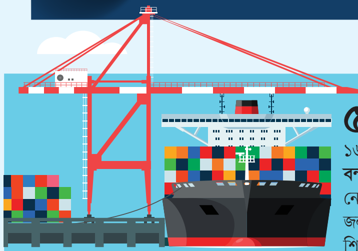

৫৫% অর্থাৎ ১৬টি জাহাজ **বন্দরে বা জেটিতে** নোঙর করা অবস্থায় জলদস্যুদের শিকার হয়েছে

বাকি **৪৫%** অর্থাৎ ১৩টি জাহাজ শিকার হয়েছে **যাত্রাপথে থাকাকালীন**

২০১৯ ও ২০২০ সালের জানুয়ারি-মার্চে জলদস্যুতার ঘটনার তুলনামূলক আলোচনা

- **উন্নতি**
  - **চীনের বন্দর বা জেটিগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা**
- **ডাকাতি/জলদস্যু আক্রমণ বেড়েছে**
  - **বন্দর এবং জেটিতে**
    - বাংলাদেশ (শূন্য থেকে ৩টি)
    - ভারত (শূন্য থেকে ৬টি)
    - ইন্দোনেশিয়া (৩টি থেকে ৬টি)
    - ফিলিপাইন (২টি থেকে বেড়ে ৪টিতে)
  - **যাত্রাপথে থাকাকালীন**
    - সিঙ্গাপুর প্রণালী (২টি থেকে ৯টি)
    - সুলু-সেলেবাস সাগর (১টি)

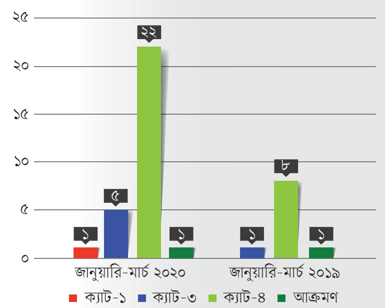

ঘটনাগুলোর হিংস্রতা:

১. ক্যাট-১ শ্রেণির ঘটনা ঘটেছে ১টি।
২. ক্যাট-২ শ্রেণির কোনো ঘটনা ঘটেনি।
৩. ক্যাট-৩ শ্রেণির ঘটনা বেড়েছে।
৪. ক্যাট-৪ শ্রেণির ঘটনা ৭৯% বেড়েছে।

স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) একে বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করে। ইতিমধ্যেই সংক্রমণের মাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকায় উহানকে লকডাউন করে সংক্রমণ দমনের চেষ্টা চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিবহনের অন্য মাধ্যমের মতো বন্দরেও বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ নেয় চীন কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বের ব্যস্ততম শীর্ষ ১০টি সমুদ্রবন্দরের সাতটিই চীনে। করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দর সাংহাইয়ের বেশ কিছু কনটেইনার ডিপো ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। ক্রু সদস্যদের জাহাজ থেকে অবতরণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয় সব বন্দরেই। তানজিন, দালিয়ান ও জিয়ামেন বন্দরে বার্থিংয়ের আগে ক্রু সদস্যদের স্বাস্থ্য সনদ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়।

চীনের মূল ভূখণ্ডে করোনাভাইরাসে প্রাদুর্ভাব কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণও শিথিল করতে থাকে কর্তৃপক্ষ। তবে ক্রু পরিবর্তনের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি তুলে নেয়নি চীনা কর্তৃপক্ষ। ২১ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ক্রু পরিবর্তন সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রকাশ করে হুয়াতাই মেরিন। সেখানে ক্রু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আরও কঠোরতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। ক্রু পরিবর্তন যদি করতেই হয় তাহলে তা হতে হবে কেবল দিনের বেলায়।

যুক্তরাষ্ট্র

করোনা ভাইরাস বিস্তৃতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রথমবারের মতো নির্দেশনা জারি করে। তাতে সর্বশেষ ১৪ দিনের মধ্যে চীন থেকে যাত্রা করেছে বা যাত্রী নিয়েছে এমন যাত্রীবাহী জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। যাত্রা করার পর ১৪ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে এবং করোনা ভাইরাসের লক্ষণ নেই এমন যাত্রীরাই কেবল যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পাবে।

নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় পণ্যবাহী জাহাজের ক্ষেত্রেও। তবে সেই নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়ে আসে। সর্বশেষ ৫ মে তারিখে জর্জিয়া কর্তৃপক্ষ ক্রু পরিবর্তনের সুযোগ দিয়ে নির্দেশনা জারি করে। তবে জর্জিয়ার বন্দরে জাহাজ পৌঁছানোর অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে মেরিটাইম হেলথ ডিক্লারেশন দাখিল করতে হবে। সর্বশেষ ২১ দিনের মধ্যে জাহাজ ও এর ক্রু সদস্যরা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বেশি এমন দেশে প্রবেশ করে থাকে তাহলে ক্রু সদস্যদের বাধ্যতামূলকভাবে থার্মাল স্ক্রিনিংয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। দাখিলকৃত নথিপত্র ও স্ক্রিনিংয়ের ভিত্তিতে যদি কারও মধ্যে কোভিড ১৯ শনাক্ত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রিত করা হবে। পাইলটকে জাহাজে আরোহণের আগে অবশ্যই মাস্ক, গ্লাভস ও নিরাপত্তা গ্লাস পরিধান করতে হবে। ক্রুদেরও মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিই পরিধানের কথা বলা হয়েছে। তবে পরবর্তী ঘোষণা না আসা পর্যন্ত যাত্রীবাহী জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধই থাকবে।

সিঙ্গাপুর

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর ২৪ জানুয়ারি মেরিটাইম অ্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব সিঙ্গাপুর (এমপিএ) ফেরি ও ক্রুজ টার্মিনালসহ সব চেক পয়েন্টে থার্মাল স্ক্রিনিং চালু করে। হুবেই প্রদেশে ভ্রমণের ইতিহাস আছে বা সেখান থেকে ইস্যুকৃত পাসপোর্টধারীদের প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। তবে ২৭ মার্চ জারি করা এক পরিপত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্রু পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হয়। বিশেষ পরিস্থিতিগুলো হলো, সর্বোচ্চ সময় পর্যন্ত জাহাজে কাজ করলে ও কোম্পানি চুক্তির মেয়াদ আর না বাড়ালে এবং পরিবারের কারও মৃত্যু হলে। পাশাপাশি কোনো ক্রু সদস্য জাহাজে কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো শারিরীক অবস্থায় না থাকলেও তিনি এ সুযোগ পাবেন।

এরকমভাবে প্রায় সকল দেশই করোনা বিপর্যয়ে স্থবির মেরিটাইম শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে কোনো না কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে। একইসাথে সময়ের সাথে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এ সকল পদক্ষেপের হালনাগাদসহ পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হচ্ছে।

ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়

এতদিনে এটা বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, যেভাবে করোনা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে, হুট করেই তা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই বলেতো আমাদের জীবন থেমে থাকতে পারে না। লকডাউনের ফলে কিছুটা হলেও আমরা করোনার লাগাম টেনে ধরতে পেরেছি। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকে একযোগে বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম নৌপরিবহন শিল্পকে পুনরায় স্বাভাবিক করে তুলতে হবে। আবার, করোনামুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে না। বলা হচ্ছে, এই করোনা পুরোপুরি পাল্টে দিবে বিশ্বকে। আমরা দেখতে পাবো নতুন এক সমাজ ব্যবস্থা। মেরিটাইম বিশ্ব সেখানে কীভাবে খাপ খাইয়ে নিবে তার ওপরই নির্ভর করবে আগামী দিনের বিশ্ব অর্থনীতির গতিপথ।

জিনারুল ইসলাম
সাংবাদিক

করোনা দুর্যোগেও সচল চট্টগ্রাম বন্দর (২য় পর্ব)

বন্দরবার্তা ডেস্ক

আজকের পৃথিবী যেন একটি আবর্তে আটকে গেছে, যার পোশাকি নাম করোনা ভাইরাস। পুরো পৃথিবীকে বলতে গেলে একাই উল্টে-পালটে দিচ্ছে সে। ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, বড়-ছোট, কেউই তার কবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। মাত্র চার মাসের ব্যবধানে বিশ্বের ১৯৬টি দেশের ৪০ লাখের বেশি মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। ২০২০ সালের এপ্রিল শেষে মৃতের সংখ্যা দুই লক্ষের ঘর পেরিয়েছে, কোথায় গিয়ে থামবে তা জানা নেই কারও। বৈশ্বিক এই ভাইরাস সংক্রমণের ব্যাপকতা সহসাই ঠেকানো সম্ভব নয়। তাই করোনা ভাইরাস প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ বেশি জরুরি। এর কোনো প্রতিষেধক বা ভ্যাকসিন এখনও আবিষ্কৃত না হওয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে থাকা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ছাড়া নিরাপদ থাকার আর কোনো উপায় নেই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোও সাধারণ ছুটি, সম্পূর্ণ বা আংশিক লকডাউন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং নাগরিকদের ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়ে সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বাংলাদেশ সরকারও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। করোনা পরীক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্ধারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, বিদেশগামী সকল ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণার পাশাপাশি সরকার ২৬ মার্চ থেকে দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। তবে চট্টগ্রাম বন্দর এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। জীবন ধারণে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ অব্যাহত এবং সীমিত আকারে হলেও অর্থনীতিকে চলমান রাখতে এই সংকটকালেও সচল রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও কাজ করে যাচ্ছে বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এই মহামারিতে তারা সম্মুখ সারির যোদ্ধা।

বন্দরে করোনার প্রভাব

করোনা ভাইরাস ইতিমধ্যে বিশ্বের অর্থনীতি ধসিয়ে দিয়েছে, ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত দেশগুলোর স্বাস্থ্যসেবা ভেঙে পড়েছে। নির্জন করে দিয়েছে ব্যস্ত জনপদ। ভাইরাসের কারণে মানুষ তার দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর ফলে আধুনিক জীবনযাপন এতটাই বিপর্যস্ত যে, ইতিপূর্বে কেউই এরকম কিছু দেখেনি। কিন্তু এ দুর্বিষহ মহামারির সাথে যুদ্ধ করতে হলে সরবরাহ শৃঙ্খল (সাপ্লাই চেইন) তথা বন্দরগুলোকে সচল রাখতেই হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফলাইন চট্টগ্রাম বন্দর, যার স্লোগান হলো, 'কান্ট্রি মুভস উইথ আস'। দেশের মোট আমদানির ৮২ শতাংশ আর রপ্তানির ৯১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে চট্টগ্রাম বন্দর। সুতরাং আমদানি-রপ্তানির এই গতিতে সামান্যতম নেতিবাচক প্রভাব পড়লে তা পুরো দেশের অর্থনীতির ওপরই বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ও আতঙ্কের ভয়াল থাবা মেলে দেওয়া কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ঠেকাতে দেশে চলমান সাধারণ ছুটির মধ্যেও কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্য উঠানামা-সরবরাহ কাজ ২৪ ঘণ্টা সচল রয়েছে। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বন্দর ব্যবহারকারী বেশ কটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম খোলা রাখা হয়েছে। খোলা রয়েছে পণ্য শুল্কায়নের সাথে জড়িত চট্টগ্রাম কাস্টমসের কার্যক্রমও, তবে বেশ সীমিত আকারে। ২৬ মার্চ থেকে শুধু জরুরি খাদ্যপণ্য, ওষুধসহ নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের শুল্কায়ন করেছে কাস্টম হাউস। এর ফলে চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার জট বাড়তে থাকে। অবশ্য সরকারি পরবর্তী নির্দেশে কাস্টমসের কাজও পুরোদমে সচল হয়। দিনে তিন ঘণ্টা করে খোলা রাখা হয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম। কিন্তু বন্দর ব্যবহারকারী সরকারি-বেসরকারি সবগুলো সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সমন্বয় না থাকায় বন্দর থেকে পণ্য সরবরাহ কমে যায়। করোনা পূর্ববর্তী সময়ে দিনে যেখানে চার থেকে সাড়ে চার হাজার টিইইউ কনটেইনারবাহী পণ্য বন্দর থেকে ডেলিভারি নিতেন ব্যবসায়ীরা, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর সেখানে ডেলিভারির সংখ্যা নেমে আসে দৈনিক ৫০০-৭০০ কনটেইনারে।

চট্টগ্রাম বন্দরে আসা কনটেইনারে সবচেয়ে বেশি থাকে তৈরি পোশাক কারখানার কাঁচামাল; দ্বিতীয় স্থানে আছে বিভিন্ন শিল্প কারখানার কাঁচামাল। বাকিটা হচ্ছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বা রিফার কনটেইনারে আনা বিদেশি ফল, আদা, রসুন, পেঁয়াজ ও সামুদ্রিক মাছ। গত ২৬ মার্চ সাধারণ ছুটি শুরুর সময় থেকে বন্দর দিয়ে আমদানি করা সব ধরনের কনটেইনার রাখার ভাড়ায় অর্থাৎ স্টোর রেন্ট সেবায় সম্পূর্ণ ছাড় দিয়েছিল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। সাধারণ ছুটির কারণে বেশিরভাগ সংস্থার সেবার আওতা সীমিত করায় এই ছাড় দেওয়া হয়। কিন্তু এ সুবিধার সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু আমদানিকারক নির্দিষ্ট সময়ে বন্দর থেকে কনটেইনার ছাড়িয়ে না নেওয়ায় পণ্যজট আরও বেড়ে গেলে ২০ এপ্রিল থেকে তা প্রত্যাহার করে নেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ।

স্বাভাবিক সময়ে জাহাজ থেকে নামানোর পর বন্দরে চারদিন পর্যন্ত বিনাভাড়ায় কনটেইনার রাখা যায়।

২৩ এপ্রিল নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সরেজমিনে বন্দর পরিদর্শন করেন এবং এ সময় নৌপ্রতিমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন

এরপর প্রথম ধাপে (পরবর্তী সাত দিন) প্রতিটি কনটেইনারে ছয় ডলার, দ্বিতীয় ধাপে (অষ্টম থেকে ২০তম দিন) ১২ ডলার এবং শেষ ধাপে (২০তম দিনের পর থেকে) ২৪ ডলার করে ভাড়া দিতে হয়। পরে বিজিএমইএ'র অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু তৈরি পোশাক কারখানার কাঁচামালের জন্য দ্বিতীয়বার স্টোর রেন্ট মওকুফ করে চট্টগ্রাম বন্দর। তবে এই সুবিধা সবার জন্য নিশ্চিত করতে বন্দরের অনুরোধে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনায় নিলে এখন সব ধরনের পণ্যের জন্য ছাড়ের অনুমোদন মিলেছে। সাধারণ ছুটির সময়ে আমদানি হওয়া কনটেইনার আগামী ১৬ মে এর মধ্যে খালাস নেওয়া হলে এ ছাড় পাওয়া যাবে।

দুই দফা স্টোর রেন্ট মওকুফের অর্থ হিসেবে ব্যবসায়ী ও শিল্পমালিকদের ১৩৮ কোটি টাকা প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করেছে চট্টগ্রাম বন্দর। এতে বন্দর দুই ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে যাচ্ছে। প্রথমত, ১৩৮ কোটি টাকার রাজস্ব আয় কম হবে। দ্বিতীয়ত, এসব পণ্য দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপারেটিং ব্যয় জনিত ক্ষতি অন্তত ২০ থেকে ৩০ কোটি টাকা। তাছাড়া এই রাজস্ব আয় কম হওয়া মানে রাষ্ট্রেরও আয় কম হওয়া। কারণ বন্দরের আয়ের ওপর ২৫ শতাংশ হারে আয়কর পেয়ে থাকে সরকার।

সংকট কাটাতে একযোগে প্রচেষ্টা

চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার ধারণক্ষমতা ৪৯ হাজার ১৮ টিইইউ। ১৪ এপ্রিল দিনশেষে বন্দরে জমা ছিল ৪৭ হাজার ৪১৩ টিইইউ কনটেইনার। ১৫ এপ্রিল অন্তত ১৫ থেকে ২০ হাজার টিইইউ কনটেইনার বন্দর ইয়ার্ড থেকে সরিয়ে বেসরকারি কনটেইনার ডিপোতে (আইসিডি) পাঠানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন চেয়ে চিঠি পাঠানো হয় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে।

এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে লকডাউনের মধ্যেও ১৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ব্যবহারকারী, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদের উপস্থিতিতে জরুরি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার এবিএম আজাদ, বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ, চট্টগ্রাম কাস্টমস কমিশনার এম. ফখরুল আলম, সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন, ডিজিএফআইয়ের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কবীর আহাম্মদ, চট্টগ্রাম বন্দরের পর্ষদ সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) মো. জাফর আলম ও পর্ষদ সদস্য (হারবার অ্যান্ড মেরিন) কমডোর শফিউল বারী, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) শংকর রঞ্জন সাহা, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন, সিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) এসএম মোস্তাক আহমদ খান, বিকেএমইএর আঞ্চলিক প্রধান শওকত ওসমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এ কে এম মহিউদ্দিন আজাদ, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আহসানুল হক চৌধুরী, বার্থ অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফজলে ইকরাম চৌধুরী, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বন্দর সম্পাদক লিয়াকত আলী হাওলাদার, বিজিএমইএ'র পরিচালক অঞ্জন শেখর দাশ, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোস এসোসিয়েশন (বিকডা) এর সচিব রুহুল আমিন সিকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি হওয়া ৩৮ ধরনের পণ্যবাহী কনটেইনার বেসরকারি ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোগুলোতে (আইসিডি) নিয়ে খালাস করা হয়। ১৮ এপ্রিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এক আদেশে আরও ছয় ধরনের এবং ২৩ এপ্রিল আরেক আদেশে সকল ধরনের পণ্য আইসিডিগুলোতে নিয়ে খালাসের অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে তিনটি শর্ত আছে। আইসিডিগুলোতে স্থানান্তরের সময় শতভাগ কনটেইনার আবশ্যিকভাবে স্ক্যানিং ও স্ক্যানিং রিপোর্ট সংরক্ষণ করতে হবে। আইসিডিতে স্থানান্তরিত সব বাণিজ্যিক পণ্যের চালান অবশ্যই কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম এবং শুল্ক গোয়েন্দা ও অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আগামী ৩০ জুনের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর পরিদর্শন

করোনা পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য ২৩ এপ্রিল ঢাকা থেকে ছুটে আসেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী। বন্দর ভবনে অনুষ্ঠিত বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী পণ্যজট ৫০ শতাংশ হ্রাসের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এরপর প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব সরেজমিনে বন্দর পরিদর্শন করেন।

বাজার স্থিতিশীল রাখতে বন্দরের ভূমিকা

বন্দরে বর্তমানে প্রতিটি জাহাজকে এক দিন বাড়তি অপেক্ষার জন্য গুনতে হয় প্রায় আট লাখ টাকা। যা শেষ পর্যন্ত ভোক্তার ওপরই বর্তায়। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ওষুধ সামগ্রী এবং আদা, রসুন, পেঁয়াজের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এসব পণ্য নিয়ে আসা জাহাজকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে জেটিতে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে বন্দরে এক হাজার ৪৭৩ টন পেঁয়াজ, ৪৭৫ টন আদা, ৮৫০ টন রসুন ছিল। এ ছাড়া তাজা ফল মজুদ ছিল ৫৭ হাজার ৫০০ টন। এই পরিস্থিতিতে বাজার দর ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা নেয়। যেসব জাহাজে অন্তত ১৫০ বক্স এ ধরনের পণ্য অথবা এর যেকোনো একটি পণ্য ৫০ বক্স বা তার বেশি থাকবে সেগুলো জেটিতে ভিড়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তবে, একসঙ্গে কেবল একটি জাহাজ এই সুবিধা পাবে। অর্থাৎ এভাবে বার্থ পাওয়া একটি জাহাজ নোঙর তোলার পর অনুরূপ আরেকটি জাহাজ প্রবেশের সুযোগ পাবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, একই সময়ে একাধিক জাহাজ থাকলে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যক কন্টেইনারের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্তি বিবেচনায় নেওয়া হবে।

দেশের সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে যত দ্রুত সম্ভব পণ্য খালাস করে নেওয়ার জন্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে চিঠি দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। পণ্য খালাস নেওয়ার জন্য সরাসরি আমদানিকারকদের কাছে চিঠি দেওয়ার মতো উদ্যোগ সাম্প্রতিক সময়ে বিরল। এ ছাড়া চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, সিএন্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফ্রেশ ফ্রুটস ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফল ব্যবসায়ী সমিতিকেও পৃথক চিঠি দেওয়া হয়েছে।

ভোগ্যপণ্যের কনটেইনার দীর্ঘদিন পড়ে থাকলে পণ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়ে বাণিজ্যিক মূল্য হারায়। তাই যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে বন্দরে রাখার নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেছে সেগুলো নিলামে তুলতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে আরএল (রিমুভ লেটার) পাঠানো শুরু করেছে চট্টগ্রাম বন্দর। বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা খালি করে কনটেইনার জট নিরসন, সরকারি রাজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বাজারে পণ্য ঘাটতি নিরসনে প্রথম পর্যায়ে ১২ কনটেইনার ভোগ্যপণ্য দ্রুত নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে চট্টগ্রাম কাস্টমসকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এক কনটেইনার আদা, দুই কনটেইনার রসুন ও ৯ কনটেইনার পেঁয়াজ।

ছন্দে ফিরছে বন্দর

দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরের কনটেইনার ও জাহাজজট কমাতে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের সুফল মিলেছে। লকডাউনের মধ্যেও দ্রুত স্বাভাবিক হয়েছে কনটেইনার জট। ২৮ এপ্রিল সকাল আটটা থেকে ৩০ এপ্রিল

সকাল আটটা পর্যন্ত ৪৮ ঘণ্টায় বন্দর থেকে ডেলিভারি হয়েছে ৮,৬৮২ টিইইউ কনটেইনার। ডেলিভারি বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্দর এলাকায় কনটেইনারবাহী প্রাইম মুভার, ট্রেইলার, কাভার্ডভ্যান, ট্রাক চলাচলও বেড়েছে। ২৯ এপ্রিল সকাল আটটা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় আমদানি পণ্যভর্তি ২,৫৭০ বক্স ও ৩,৯৩৫ টিইইউ কনটেইনার জাহাজ থেকে জেটি বা টার্মিনালে নামানো হয়েছে। রপ্তানি পণ্যভর্তি ও খালি কনটেইনার মিলে জাহাজে তোলা হয়েছে ২,৯৩৯ কনটেইনার। অর্থাৎ মোট কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ৬,৮৭৪ টিইইউ। এ সময় ট্রেনে ঢাকার কমলাপুর আইসিডিতে গেছে ৬৯ টিইইউ এবং এসেছে ৬১ টিইইউ কনটেইনার। ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন ডিপোতে আমদানি পণ্যভর্তি ১,৮০০ টিইইউ কনটেইনার পাঠানো হয়েছে। খালি কনটেইনার পাঠানো হয় ১৮২ টিইইউ। অনচেসিস ডেলিভারি হয়েছে ৬৮৮ টিইইউ এবং ইয়ার্ড থেকে ডেলিভারি হয়েছে ১,৭৭৪ টিইইউ কনটেইনার।

এর বাইরে বহির্নোঙরে সাধারণ পণ্যবাহী ৮টি, খাদ্যশস্যের ৬টি, সিমেন্ট ক্লিংকারের ১৮টি, তেলবাহী ৩টি জাহাজে লাইটারিং বা ছোট জাহাজে পণ্য খালাস হচ্ছে।

এর মধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষের স্টোর রেন্টের মতো শিপিং লাইনের ডেমারেজ বা ডিটেনশন চার্জ আদায় না করার জন্য চিঠি দিয়েছে বিজিএমইএ। ৩০ এপ্রিল বন্দর চেয়ারম্যান বরাবরে বিজিএমইএর প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ আবদুস সালাম এ চিঠি দেন। সময়ই বলে দেবে কী সিদ্ধান্ত আসতে যাচ্ছে এ ব্যাপারে।

সরকারি তহবিলে সহায়তা

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে এক দিনের বেতন জমা দিয়েছেন চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এপ্রিল মাসের বেতন থেকে বন্দরের প্রায় ছয় হাজার কর্মীর এক দিনের বেতন বাবদ ২৯ লাখ ৪২ হাজার ২০৪ টাকা তহবিলের হিসাবে হস্তান্তর করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এর আগে নৌপরিবহন মন্ত্রাণালয়ের মাধ্যমে বন্দরের তহবিল থেকে ২৫ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

সেফটি ফার্স্ট

ঘোষিত সাধারণ ছুটির দিনগুলোতে রোস্টার অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে চলছে সকল বিভাগের কার্যক্রম। বন্দরের সকল বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য হ্যান্ডহেল্ড থার্মোমিটার, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, পিপিই (পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট), ব্লিচিং পাউডার, প্রটেকটিভ গগলস এবং জীবাণুনাশক তরল ও সাবান সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বন্দর ভবন ও এর সংলগ্ন স্থাপনা, বিভিন্ন ইয়ার্ড, জেটি এবং আবাসিক এলাকায় প্রতিদিন জীবানুনাশক ছিটাচ্ছে বন্দর ফায়ার সার্ভিস।

বন্দরের সদস্য (হারবার ও মেরিন) কমডোর এম শফিউল বারীর দপ্তরে গত মার্চে অনুষ্ঠিত এক জরুরি সভায় সমুদ্রপথে করোনা ভাইরাস প্রবেশ প্রতিরোধে জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং এজেন্ট কর্তৃক জাহাজ বহির্নোঙরে আসার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে যথাযথ ঘোষণা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বন্দরে আসা জাহাজের মাস্টারকে পোর্ট লিমিটে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা দিতে হবে যে, ওই জাহাজে করোনা

বন্দরে কর্মরত সবাই স্বাস্থবিধি মেনেই বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনা করছে

ভাইরাস আক্রান্ত নাবিক নেই। এ ছাড়া অন্য দেশ থেকে আগত জাহাজগুলো শেষ বন্দর ছেড়ে আসার ১৪ দিন পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন থাকবে। এ ছাড়া জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর জলসীমায় পৌঁছানোর পর পোর্ট হেলথ অফিসার স্ক্যানিং করে শতভাগ নাবিককে নিরাপদ ঘোষণা করলেই কেবল বন্দরে ঢোকার অনুমতি মিলবে। বিদেশ থেকে বন্দরে আসা জাহাজের ভিনদেশি নাবিকদের নগরে প্রবেশের পাস ইস্যু করা হচ্ছে না। একই সঙ্গে কোনো জাহাজের নাবিক বদলির সুযোগও বন্ধ রাখা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে অনলাইন বার্থিং মিটিং আয়োজনের চেষ্টা চলছে। তবে বাংলাদেশের কনটেনারবাহী পণ্যের হাব কলম্বো, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার তানজুং পেলেপাস বন্দর থেকে আগত কনটেইনার ফিডার জাহাজগুলো এ ১৪ দিনের কোয়ারান্টাইন বাধ্যবাধকতার বাইরে থাকবে। একইসাথে বন্দর ইমিগ্রেশন ডেস্কে পোর্ট হেলথ অফিসারের তত্ত্বাবধানে একটি মেডিকেল টিম সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

সাবধানতা মোংলায়ও

দেশের দ্বিতীয় প্রধান সমুদ্রবন্দর মোংলার ফেয়ারওয়ে বয়া এলাকায় পৌঁছানোর আগে সকল ভেসেল মাস্টারকে ডি-রেটিং সার্টিফিকেট এবং ওই জাহাজে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত নাবিক নেই মর্মে নিশ্চিত করে ঘোষণা দিতে হবে। এখানেও শোর পাস এবং নাবিক বদলির সুযোগ আপাতত বন্ধ আছে। একই ব্যাপার পায়রা সমুদ্রবন্দরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ও ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে ২৫ মার্চ থেকে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত জাহাজ ভাঙা বা স্ক্র্যাপ করার জন্য ভেসেল আমদানি এবং এ উদ্দেশ্যে এলসি (লেটার অব ক্রেডিট) খোলা নিষিদ্ধ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়।

করোনা রোধে দেশে চলমান সাধারণ ছুটির মধ্যেও ২৪ ঘণ্টা সচল রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর

২০ জন নাবিক নিয়ে ২৬ এপ্রিল মোংলা বন্দরে ইন্দোনেশিয়া থেকে ২৪,০০০ টন কয়লা নিয়ে আসে চীনা পতাকাবাহী জাহাজ এমভি 'চ্যাং হ্যাং জিং হাই'। জাহাজটির ক্যাপ্টেনসহ ৬ চীনা নাবিকের শরীরে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) উপসর্গ থাকায় তাদের ওই জাহাজেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। সেই সাথে জাহাজের পণ্য খালাসের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মোংলা পোর্ট হেলথ অফিসার ডা. সুফিয়া খাতুন। তিনি জানান, বিদেশি ওই ৬ নাবিককে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তাদের চিকিৎসক টিমের পুরোপুরি রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত জাহাজটিতে পণ্য খালাসের অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না। ২৭ এপ্রিল পুনরায় জাহাজের ওই নাবিকদের শারীরিক পরীক্ষা করা হবে। তখন যদি অবস্থার উন্নতি না হয় তাহলে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

কিছু সুপারিশ

এখনও প্রতিষেধক না থাকায় করোনা থেকে সহসা রেহাই মিলবে না। স্টে হোম, কোয়ারেন্টাইন, অফিস ফ্রম হোম শব্দগুলো আরও বেশ কিছুদিন আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করবে। বৈশ্বিক এ মহামারি চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি আর আগের মতো থাকবে না, এ কথা হলফ করেই বলা যায়। দেশে দেশে মৈত্রী, সহায়তা ও অর্থনীতির নতুন মেরুকরণ হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের মতো মধ্যম আয়ের দেশে নাগরিকদের জীবনমান নিশ্চিত করতে হলে চট্টগ্রাম বন্দর ও বন্দর ব্যবহারকারী পক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে হতে হবে একে অপরের সহায়ক। সার্বিকভাবে বন্দরের কাজ ত্বরান্বিত করার দিকে নজর দিতে হবে সবাইকে। শুধু বন্দরের দক্ষতা বাড়ালে হবে না। সংশ্লিষ্ট অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতাও বাড়াতে হবে।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ কার্বন নিঃসরণ অর্ধেক কমিয়েছে হ্যাপাগ-লয়েড

২০২০ সালের প্রথম প্রান্তিকে নিজেদের বহরে প্রতি টিইইউ-কিলোমিটারে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের হার ২০০৮ সালের তুলনায় ৫০ শতাংশে নামিয়ে এনেছে জার্মান শিপিং সংস্থা হ্যাপাগ-লয়েড। আইএমও'র সালফার ক্যাপ ২০২০ অনুসারে উচ্চমাত্রার সালফারযুক্ত সাধারণ জ্বালানি তেলের পরিবর্তে বিদ্যুৎ বা এলএনজির মতো বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সেই সাথে নিজস্ব জাহাজগুলোতে বছরের শেষ নাগাদ এলএনজি প্রপালশন সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম চালু হবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি, যার প্রথমটি হতে যাচ্ছে তাদের অন্যতম বৃহৎ কনটেইনার জাহাজ সাজিরে।

➤ এলএনজির মজুদ বেড়েছে চীনে

কোভিড-১৯ এর প্রকোপের ঠিক আগে জাপানকে হটিয়ে শীর্ষ এলএনজি আমদানিকারক হওয়ার পথে হাঁটছিল চীন। কিন্তু লকডাউনের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি প্রায় থমকে যাওয়ায় ভাইরাসকে বশে নিয়ে আসা চীনে ইতিমধ্যে আমদানি হওয়া এলএনজির সরবরাহ কমে গেছে। এলএনজির মূল ক্রেতা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত চায়না ন্যাশনাল অফশোর অয়েল কর্পোরেশনের সব কয়টি গ্যাস মজুদ স্থাপনা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভর্তি। কেবল গত মার্চেই প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১.২৬ মিলিয়ন টন তরলীকৃত গ্যাস আমদানি করেছে চীনের প্রতিষ্ঠানগুলো।

➤ জোয়ার-ভাটা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্ব চীনের

সিমেক আটলান্টিস এনার্জি লিমিটেড, চায়না শিপবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানি লিমিটেড এবং চায়না থ্রি গর্জেস কর্পোরেশনের যৌথ প্রকল্পের আওতায় সাংহাইয়ের দক্ষিণে অবস্থিত ঝওশান দ্বীপপুঞ্জের দুটি দ্বীপের মধ্যবর্তী সমুদ্রে স্থাপন করা হয়েছে একটি ১৮ মিটার ব্যাস ও ৫০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সুবিশাল এক টাইডাল-স্ট্রিম টার্বাইন। বায়ুকল এবং সৌরবিদ্যুতের তুলনায় টাইডাল টার্বাইন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ এখনও অনেক বেশি। তবে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হলে ব্যয় কমানো যাবে বলে আশা করা যায়।

➤ কার্গো নামাতে অস্বীকৃতি অস্ট্রেলিয়ার ডক শ্রমিকদের

বিদেশি বন্দর থেকে আসা তিনটি কনটেইনার জাহাজ ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন সময়সীমা শেষ করার আগেই ডারউইন বন্দরে নোঙর করেছে, জানিয়েছে দ্য মেরিটাইম ইউনিয়ন অব অস্ট্রেলিয়া। এতে ডক শ্রমিক এবং শহরের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হয়েছে বলে ডক শ্রমিকেরা জাহাজগুলো থেকে পণ্য আনলোড করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিছুদিন আগে একই কারণে অপর আরেকটি জাহাজ থেকে কার্গো আনলোডে বিরত থেকে ছিল মেলবোর্ন বন্দরের ডক শ্রমিকরা।

বছরের প্রথম প্রান্তিকে দক্ষিণ এশিয়ার জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডে বিক্রি ১২৬টি জাহাজ

চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে দক্ষিণ এশিয়ার ইয়ার্ডগুলোয় ভাঙার জন্য ১২৬টি জাহাজ বিক্রি করা হয়েছে। শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্ম নামের একটি বেসরকারি সংস্থা তাদের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। ইয়ার্ডগুলোতে বিক্রি হওয়া বেশিরভাগ জাহাজ এসেছে সৌদি আরবভিত্তিক জাহাজমালিকদের কাছ থেকে। পরের অবস্থানে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া ও গ্রিসের জাহাজমালিকরা। জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডে আসার আগে প্রায় অর্ধেক জাহাজ পতাকা বদল করে কমোরস, গ্যাবন, প্যালাউ এবং সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের নামে রেজিস্ট্রি হয়েছে। কারণ, জাহাজের 'সর্বশেষ যাত্রার রেজিস্ট্রেশন' হিসেবে এই দেশগুলো বেশ কিছু ছাড় দিয়ে থাকে। জাহাজের আয়ুষ্কাল শেষে পতাকা বদলের এ সংখ্যা বৃদ্ধি আইনগত বাধ্যবাধকতা এড়ানোর প্রবণতাকে তুলে ধরছে বলে জানিয়েছে শিপব্রেকিং প্লাটফর্ম।

রেকর্ড বছরের পরে এলএনজি সরবরাহে ছন্দপতন

রেকর্ড মাত্রা ছোঁয়ার পর তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) সরবরাহে ছন্দপতন ঘটেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শ্লথ গতি ও চাহিদা হ্রাসই এ অবস্থা সৃষ্টির কারণ। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় স্থাপিত নতুন কারখানাগুলোয় উৎপাদন শুরুর সুবাদে ২০১৯ সালে বৈশ্বিক এলএনজি আমদানি ১৩ শতাংশ বেড়ে ৩৫ কোটি ৪৭ লাখ টনে উন্নীত হয়। তবে আমদানিকারক দেশগুলোর অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে চাহিদায় নিম্নগামিতা দেখা দিয়েছে। আমদানিকারক অঞ্চলগুলোর মধ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছে এশিয়া। অন্যদিকে ইউরোপেও চাহিদা বাড়ছে। দ্রুত বর্ধনশীল উৎপাদক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র উঠে এসেছে আর দেশটির প্রধান বাজার এখন ইউরোপ। অন্যদিকে রাশিয়াও তাদের রপ্তানি সক্ষমতা বাড়িয়েছে। শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে কাতার তাদের অবস্থান ধরে রেখেছে। এর পরের অবস্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

টোকিও উপসাগরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম পরীক্ষা

টোকিও উপসাগরে চলাচলরত জাহাজগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত (এআই) একটি সিস্টেমের পরীক্ষা করেছে ফুজিৎসু লিমিটেড এবং জাপান কোস্ট গার্ড। টোকিও ওয়ান ভেসেল ট্রাফিক সার্ভিস সেন্টারে গত বছরের ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত এ পরীক্ষা চালানো হয়। নতুন এ পরীক্ষায় ছয় জন অভিজ্ঞ মেরিটাইম ট্রাফিক কন্ট্রোলার ও ইনস্ট্রাক্টরের সহযোগিতায় অতীতে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া ঘটনাগুলোর সিমুলেশন উপস্থাপন করা হয়।

ফুজিৎসু গবেষণাগারে উন্নয়ন করা ফুজিৎসু হিউম্যান সেন্ট্রিক এআই জিনরাই ব্যবহার করে এ প্রযুক্তি টোকিও উপসাগরের জাহাজগুলোর মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটতে যাওয়া পরিস্থিতিগুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং সংঘর্ষের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো শনাক্ত করে। জাপান ট্রান্সপোর্ট সেফটি বোর্ডের তথ্যানুসারে, জাপানে ২০০৯ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে জাহাজগুলোতে ২ হাজার ৮৬৩টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

পিপিই আরও সহজলভ্য করার আহ্বান নাবিকদের

মাস্ক ও গ্লাভসসহ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) আরও সহজলভ্য করার আহ্বান জানিয়েছেন নাবিকরা। শুধু তাদের সুরক্ষার জন্যই নয়; সার্ভেয়ার, এজেন্ট, পাইলট ও স্টিভিডোর যাদের বিভিন্ন কারণে প্রতিনিয়ত জাহাজে উঠতে হয় তাদের সবার জন্যই এগুলো নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বন্দরে সুরক্ষা সামগ্রীর স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে এ দাবি উঠেছে।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে এরই মধ্যে নাবিক ও মেরিটাইমসংশ্লিষ্ট অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন। মারাও গেছেন অনেকে। ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (আইটিএফ) এবং ইন্টারন্যাশনাল

নৌপরিবহন ও মৎস্য আহরণে করোনা ভাইরাসের প্রভাব

করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ঝিমিয়ে পড়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এপ্রিলের মাঝামাঝি বৈশ্বিক পণ্য বাণিজ্য কমেছে ১৩ শতাংশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতে এটি ৩২ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। ফলে পণ্যবাহী জাহাজের চলাচলও থমকে গেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় চার শ জাহাজের যাত্রা বাতিল হয়েছে। জাহাজ চলাচলে এ ভাটা অব্যাহত থাকবে আরও বেশ কিছুদিন। এ অবস্থায় নাবিক ও মাছ শিকারিদের নিরাপত্তা, সুস্থতা, কাজে যোগদান ও নিজ দেশে ফেরার ক্ষেত্রে জটিলতা এবং তাদের কাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)।

সংস্থাটি তাদের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, কাজের সুযোগ কমে যাওয়ার পাশাপাশি নাবিকরা গুরুতর কিছু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। যেমন, বন্দরে থাকা জাহাজে যোগ দিতে বা প্রস্থানে বাড়তি জটিলতা, আন্তর্জাতিক নাবিকদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা ও কোয়ারেন্টাইনে রাখা, চিকিৎসা সুবিধার জন্য বন্দরের নিকটবর্তী কেন্দ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা, বন্দরে নোঙরের অনুমতি না পেলে জাহাজে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, জ্বালানি, পানি ইত্যাদি সরবরাহে জটিলতা, প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী না পাওয়া ইত্যাদি।

নাবিকদের মতো জেলে ও মাছ ধরার জলযান মালিকরাও একই সমস্যায় পড়েছে। এগুলোয় যেমন একদিকে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী নেই, অন্যদিকে জলযানের চিকিৎসা সামগ্রীও অপর্যাপ্ত। এমনকি উপকূলবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে নিষেধাজ্ঞা বা অতিরিক্ত জটিলতা।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি সদস্য দেশগুলোকে মেরিটাইম লেবার কনভেনশন (এমএলসি) ২০০৬ অনুসারে দায়-দায়িত্বগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছে, নাবিক ও মৎস্য আহরণকারীদের সুস্থতা নিশ্চিত করতে সুরক্ষা সামগ্রী জোগান দেওয়া থেকে শুরু করে বন্দরে বা বন্দরের বাইরে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানে প্রত্যেকটি দেশকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

করোনা দুর্যোগেও টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি

পরিবেশবান্ধব পথই যে করোনা ভাইরাসসৃষ্ট অতিমন্দা মোকাবিলায় সবচেয়ে কার্যকর সেটাই দেখিয়ে দিয়েছে ইউরোপের বড় উৎপাদন-সক্ষমতার নবায়নযোগ্য জ্বালানি কোম্পানিগুলো। জ্বালানি চাহিদা ধসের এ সময়েও অরস্টেড থেকে আইবারড্রোলা—সব কোম্পানিই বছরের প্রথম প্রান্তিকে ভালো মুনাফার দেখা পেয়েছে। সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনে বড় সক্ষমতাই তাদেরকে এ দুর্যোগের ভয়াবহ প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছে।

স্পেনের এনার্জি জায়ান্ট আইবারড্রোলার চেয়ারম্যান ইগনাসিও গালানের কণ্ঠেও একই কথার প্রতিধ্বনি, "অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পথ যে 'সবুজ', তাতে আর কারও দ্বিমত নেই।"

ড্যানিশ অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ কোম্পানি অরস্টেড প্রথম প্রান্তিকে তাদের পূর্বাভাসমতো মুনাফা করেছে। ব্লুমবার্গ ইন্টেলিজেন্স জানিয়েছে, কোম্পানিটির উৎপাদিত বিদ্যুতের ৯০ শতাংশ এসেছে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে। আর এটাই বিদ্যুতের চাহিদা ও দামে অতিপতন থেকে তাদের সুরক্ষা দিয়েছে। তবে ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামীতে কী ঘটবে তা অনুমান করা কঠিন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলীয় বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বিধিবিধানের জালে আটকে গেছে। ফলে শত শত মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি গ্রিডে যুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে গেছে, সম্ভবত কয়েক বছরের জন্য।

আইবারড্রোলাও প্রথম প্রান্তিকের প্রত্যাশা মিটিয়ে চলতি বছরের মুনাফা ও লভ্যাংশের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বেশ আত্মবিশ্বাসী। তাদের সক্ষমতায় যোগ হতে যাচ্ছে নতুন সাড়ে আট গিগাওয়াট। এ ছাড়া পাঁচ হাজার কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা নিয়েছে তারা। কোম্পানিটির সব উদ্যোগই আশাবাদী ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এদিকে সুইডেনের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি ভ্যাটেনফল বিদ্যুৎ বিপণনের মাধ্যমে ঘরে তুলেছে ১৮ কোটি ডলার। আর এ মুনাফার ৪৪ শতাংশে অবদান রেখেছে তাদের ক্রমবর্ধমান বায়ুবিদ্যুৎ ব্যবসা। অপরদিকে ইউরোপীয় শেয়ারসূচক স্টক্স ৬০০-এ চলতি বছরের সেরা তৃতীয় খাত হচ্ছে ইউটিলিটি।

মেরিটাইম হেলথ অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএইচএ) নাবিকদের যথাযথ সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। আইটিএফ জানিয়েছে, স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেওয়ার সময় এখন। অন্যদিকে আইএমএইচএ এক অনলাইন বিবৃতিতে জানিয়েছে, সব ক্রুর জন্য মুখমণ্ডল সুরক্ষার (ফেশিয়াল প্রটেকশন) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বেড়েই চলেছে কনটেইনার জাহাজের অলস সক্ষমতা

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে কনটেইনার জাহাজগুলোর সক্ষমতা অব্যবহৃত থাকছে। আলফালাইনারের নতুন তথ্য বলছে, বর্তমানে কনটেইনার জাহাজের অলস সক্ষমতা দাঁড়িয়েছে রেকর্ড ৩০ লাখ টিইইউতে। কনটেইনার শিল্পের ইতিহাসে এমন পরিস্থিতি আর কখনও দেখা যায়নি। প্রধান রুটগুলোর সবখানেই জাহাজের অলস সক্ষমতা বৃদ্ধির দরুন বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট খাতগুলোতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

এশিয়া-ইউরোপ ও ট্রান্সপ্যাসিফিক বাণিজ্যের পাশাপাশি ক্যারিয়ারগুলো ট্রান্সআটলান্টিক, ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ভারতীয় উপমহাদেশ, আফ্রিকা ও ওশেনিয়া রুটে তাদের সক্ষমতা হ্রাস করেছে। কারণ বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী বর্তমানে লকডাউনে রয়েছে। এশিয়া থেকে উত্তর ইউরোপে ফরোয়ার্ড বুকিং ৫০ শতাংশের বেশি কমেছে। ফলে বাধ্য হয়ে অনেক কনটেইনার জাহাজই নোঙর করে রাখা হচ্ছে। ক্যারিয়ারসংশ্লিষ্ট এক সূত্র জানিয়েছে, সামনে আরও যাত্রা বাতিলের ঘোষণা আসতে পারে।

মেরিন প্লাস্টিক বর্জ্য রোধে এফএও ও আইএমও'র চুক্তি

মেরিন প্লাস্টিক বর্জ্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি এখন গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সমস্যা। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থা (আইএমও) এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) মেরিন প্লাস্টিক বর্জ্য রোধ ও হ্রাসে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। সংস্থা দুটি যৌথভাবে এ বিষয়ক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন কৌশলগত অংশীদারিত্ব কীভাবে এগিয়ে নেওয়া হবে তাও চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী, সংস্থা দুটি সহযোগিতার ভিত্তিতে গত বছরের ডিসেম্বরে উন্মোচিত 'গ্লোলিটার পার্টনারশিপস প্রজেক্ট' বাস্তবায়ন করবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে মেরিন বর্জ্য রোধ ও হ্রাসের সুযোগগুলো চিহ্নিত করতে সহায়তা জোগানো হবে। এর মধ্যে রয়েছে, মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট ও মৎস্য খাতে প্লাস্টিক বর্জ্য রোধ এবং এ খাতগুলোয় প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে আনা। এ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে নরওয়ে।

করোনার অজুহাতে নাবিকদের বেতন কমানো যাবে না

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেই বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন নাবিক ও জাহাজীরা। এ পরিস্থিতিতে তাদের বেতন কমাতে এ ভাইরাসকে কোনোভাবেই অজুহাত হিসেবে দেখানো যাবে না বলে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (আইটিএফ)।

বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ পণ্য পরিবহন হয় জাহাজের মাধ্যমে। চলমান মহামারির মধ্যেও মেডিকেল সামগ্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পরিবহন অব্যাহত রাখছেন নাবিকরা। তাদের এ গুরুত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও কিছু কিছু কোম্পানি নাবিক ও জাহাজীদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা হ্রাসে করোনা ভাইরাসকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে। এ পরিস্থিতিতে আইটিএফ জানিয়েছে, জাহাজ মালিক, ব্যবস্থাপক বা ক্রুয়িং এজেন্সিগুলো স্থানীয় কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে তাদের বাধ্যবাধকতা এড়াতে কিছুতেই করোনা ভাইরাসকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে পারে না।

মালয়েশিয়ায় ছয় টন আফ্রিকান বনরুইয়ের আঁশ আটক

মালয়েশিয়ার ক্লাং বন্দর কর্তৃপক্ষ ছয় টন আফ্রিকান বনরুইয়ের আঁশ আটক

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ সিঙ্গাপুরে গড়ে উঠবে ভাসমান ডেটা সেন্টার

সিঙ্গাপুরে ভাসমান ডেটা সেন্টার পার্ক এবং এলএনজি-টু-পাওয়ার অবকাঠামো উন্নয়নের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে টোল গ্রুপ এবং রয়েল ভোপাকের সাথে পৃথক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে কেপেল ডেটা সেন্টার হোল্ডিং। টোল গ্রুপের মালিকানাধীন লোয়াং অফশোর সাপ্লাই ঘাঁটির কাছাকাছি এই ডেটা সেন্টার গড়ে তুলবে কেপেল ডেটা এবং টোল গ্রুপ। পাশাপাশি রয়্যাল ভোপাকের সাথে মিলে একটি এলএনজি এবং হাইড্রোজেন জ্বালানি স্থাপনা গড়ে তোলার সম্ভাব্যতাও যাচাই করবে কেপেল ডেটা সেন্টার।

➤ নাবিকদের জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের আহ্বান আইটিএফের

কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে বিভিন্ন দেশে আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে গুরুতর অসুস্থ নাবিকরাও জাহাজ ত্যাগের অনুমতি পাচ্ছেন না। বন্দরে আগত জাহাজের কোনো নাবিকের জরুরি চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন হলেও নির্ধারিত ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইন পার না হওয়ায় চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন তাঁরা। এ অবস্থায় নাবিকদের জরুরি স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছে দ্য ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (আইটিএফ) এবং জয়েন্ট নেগোশিয়েটিং গ্রুপ (জেএনজি)।

➤ আন্তর্জাতিক জলসীমায় আটকে পড়া নাবিকদের দ্রুত দেশে ফেরাবে ভারত

বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে চলমান লকডাউনে আন্তর্জাতিক জলসীমায় অবস্থানরত নাবিকদের দেশে ফেরা, নির্দিষ্ট সময়ে নাবিক পরিবর্তন নিয়ে বেশ গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ সময় দিকনির্দেশনা দিতে এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শিপিং লাইনার, শিপিং কোম্পানি, মেরিটাইম অ্যাসোসিয়েশন, নাবিক ইউনিয়নসহ বিভিন্ন পক্ষের সাথে সমন্বয় সভা করেছেন ভারতের কেন্দ্রীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী মানসুখ মানদাভিয়া। পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুততম সময়ে নাবিকদের দেশে ফেরানোর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ঠিক করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী।

➤ অ্যান্টিভাইরাস সারফেস কোটিং এনেছে নিপ্পন পেইন্ট

রং করা দেয়াল বা তল থেকে কর্মীদের মধ্যে যাতে জীবাণু ছড়াতে না পারে, সেজন্য বিশেষ জীবাণুরোধী আস্তরণ নিয়ে এসেছে যৌথভাবে জাপানি মেরিন কোটিং কোম্পানি নিপ্পন পেইন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান করনিং ইনকর্পোরেটেড। হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত এ কোটিং বিভিন্ন ভাইরাসের পাশাপাশি ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। নৌপরিবহন শিল্পেও এই কোটিং জীবাণু সংক্রমণ ঠেকাতে কার্যকর হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ বিষাক্ত বর্জ্যমুক্ত হচ্ছে রাশিয়ার সবচেয়ে তেজস্ক্রিয় জাহাজ

এ বছরের শেষ নাগাদ রিসাইকল হতে যাচ্ছে দ্য লেপসে সার্ভিস শিপ। সোভিয়েত আমলের নিউক্লিয়ার আইসব্রেকারের রিফুয়েলিং ভেসেল হিসেবে ১৯৮১ সালে সার্ভিস শেষ করার পর ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত একে পারমাণবিক বর্জ্য মজুদের জন্য ব্যবহার করা হতো। কার্গো হোল্ডে ৬৩৯ ড্রাম পারমাণবিক বর্জ্য নিয়ে মুরমানস্ক শহরে রাশিয়ার নিউক্লিয়ার আইসব্রেকার জাহাজ বহরের সদর দপ্তর অ্যাটমফ্লোটে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে পড়ে ছিল জাহাজটি। যথাযথ প্রক্রিয়ায় জাহাজটি নারপা শিপ ইয়ার্ডে রিসাইকল করা হবে।

➤ বুকিং বাতিলের শীর্ষবিন্দুতে শিপিং খাত

ড্যানিশ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সি-ইন্টেলিজেন্সের মতে, কোভিড-১৯ এর কারণে ব্ল্যাংক সেইলিং বা স্থগিত যাত্রার ঘটনা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী এশিয়া-উত্তর ইউরোপের নৌরুটে এ বছর ৩৮ শতাংশ যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। মহামারির প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমে যাওয়ায় ফ্রেইট রেট হ্রাস এবং আর্থিক ক্ষতি ঠেকাতে এ কৌশল অবলম্বন করছে শিপিং লাইনগুলো। তবে বছরের প্রথম প্রান্তিকে ৭৮.২ শতাংশ রিলায়েবিলিটি নিয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শিপিং কোম্পানি হামবুর্গ সুড।

➤ শূন্য-নির্গমন বাঙ্কার ট্যাঙ্কার বানাবে জাপানি প্রতিষ্ঠান

বিশ্বে প্রথমবারের মতো শূন্য কার্বন নিঃসরণকারী একজোড়া বাঙ্কার ট্যাঙ্কার নির্মাণ করতে যাচ্ছে জাপানের আসাহি ট্যাঙ্কার কোম্পানি। লার্জ ক্যাপাসিটি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নির্ভর এই ভেসেলগুলোর নকশা করেছে ইফাইভ ল্যাবরেটরিজ। আশা করা হচ্ছে, ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে টোকিও উপসাগরে প্রথম শূন্য নিঃসরণকারী বাঙ্কার ট্যাঙ্কারটি কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। সেই সাথে এতে সংযোজিত ডিজিটালাইজেশন, অটোমেশন এবং আইওটি প্রযুক্তি নাবিকদের কাজের চাপ কমানোর পাশাপাশি অপারেশনাল দক্ষতা বাড়াবে।

➤ অ্যান্টুয়ার্প বন্দরে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিতে স্মার্ট ব্রেসলেট

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রযুক্তি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান রমবিট তাদের রমওয়্যার ওয়ান নামের সেফটি ব্রেসলেটে বেশ কিছু নতুন ফিচার যোগ করেছে, যার মধ্যে একটি হলো কনট্যাক্ট ট্রেসিং। অ্যান্টুয়ার্প বন্দর নিজেদের কর্মীদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করবে এটি। কর্মীরা একে অপরের বেশি কাছাকাছি এসে গেলে অ্যালার্ম বেজে উঠবে ব্রেসলেটে। তাছাড়া ব্যক্তিগত তথ্যে হস্তক্ষেপ না করেই কেউ করোনা আক্রান্ত হলে, ইতিপূর্বে তার সংস্পর্শে আগতদের চিহ্নিত করা যাবে এর মাধ্যমে।

শূন্য নিঃসরণ প্রপালশন সিস্টেম স্থাপনের প্রস্তুতি

ইকো মেরিন পাওয়ার (ইএমপি) একটি ২৪০ মিটার দীর্ঘ এলআর-টু ট্যাঙ্কারে তাদের শূন্য নিঃসরণ প্রপালশন সিস্টেম স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু করেছে। এ উদ্যোগের ফলে কোম্পানিটি তাদের আকুয়ারিয়াস মেরিন রিনিউয়েবল এনার্জি সল্যুশন নামের সিস্টেমটি বাণিজ্যিকীকরণে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ ধরনের প্রযুক্তি জাহাজে কীভাবে জ্বালানির ব্যবহার ও দূষণ কমাতে ভূমিকা রাখে তা অনুসন্ধান করা।

জাহাজে মেরিন-গ্রেড সোলার প্যানেল ও ফ্রেম, এনার্জি-স্টোরেজ সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম ও মনিটরিং সিস্টেম স্থাপনের স্থান অনুসন্ধান এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে। কাজটিতে যুক্ত রয়েছে জাপানের তেরামোতো আয়রন ওয়ার্কস, ফুরুকাওয়া ব্যাটারি কোম্পানি, কেইআই সিস্টেম এবং ফুজি ট্রেডিং কোম্পানি। আকুয়ারিয়াস সল্যুশন স্থাপনের ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে বড় জাহাজ। এই সিস্টেমে যুক্ত আছে একসারি অটোমেটেড রিজিড সেইল, মেরিন-গ্রেড সোলার প্যানেল, এনার্জি স্টোরেজ মডিউল, চার্জিং ইক্যুইপমেন্ট এবং কম্পিউটার সিস্টেম। ইএমপি'র এ সিস্টেমটি জাহাজকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি মজুদে সক্ষম করে তোলে। বিদ্যমান পরিস্থিতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ শক্তি আহরণের সুবিধার্থে রিজিড সেইলগুলোর অবস্থান একটি কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। অব্যবহৃত অবস্থায় বা খারাপ আবহাওয়ায় এগুলো নামিয়ে সুরক্ষিতও রাখা যায়। গত বছর এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়। আশা করা হচ্ছে, আগামী বছরের শুরুতে জাহাজ জরিপের মাধ্যমে এ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজটি শেষ হবে। পরীক্ষামূলক যাত্রার উদ্দেশ্যে কিছু যন্ত্রপাতি চলতি বছরে জাহাজটিতে স্থাপন করা হবে।

করেছে। একটি টিইইউ কনটেইনারে কাজুবাদামের বস্তার নিচে এগুলো লুকানো ছিল। মিথ্যা ঘোষণায় প্রায়ই আফ্রিকা থেকে হাতির দাঁত ও বনরুইয়ের আঁশ মালয়েশিয়াসহ সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে চালান করা হয়ে থাকে।

বন্যপ্রাণী ব্যবসা পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক 'ট্রাফিক'-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিচালক এক বিবৃতিতে বলেছেন, “মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ যখন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় ব্যস্ত তখন চোরাচালানকারীরা রয়্যাল মালয়েশিয়ান কাস্টমসের চোখ ফাঁকি দিতে চেয়েছিল। তবে তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি।” ক্লাং বন্দরে এর আগেও হাতির দাঁত ও বনরুইয়ের আঁশ আটক করা হয়। ২০১৭ সালে মালয়েশিয়ার বিমানবন্দর ও সমুদ্র বন্দরে ১৮ টনের বেশি দাঁত ও আঁশ আটক হয়।

তেলের দাম শূন্যের নিচে!

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মার্কিন অপরিশোধিত তেলের অগ্রীম দাম শূন্য ডলারের নিচে নেমেছে। মে মাসের সরবরাহ চুক্তিতে মার্কিন ক্রুডের দামে এ অবিশ্বাস্য পতন দেখা যায়। অবশ্য জুনে সরবরাহের ক্ষেত্রে দাম কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হয়, ব্যারেলপ্রতি দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে ২০ ডলার। তবে অপরিশোধিত তেলের দামে ধস নামলেও ভোক্তারা সস্তায় গ্যাসোলিন পাবেন কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে চাহিদা কমে যাওয়ায় এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

চাহিদা কমে যাওয়ায় পরিশোধন কোম্পানিগুলো স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অনেক কম তেল প্রক্রিয়াজাত করছে। এ কারণে কোটি কোটি ব্যারেল তেল বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মজুদাগারে জমা হচ্ছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা ছোট-বড় নানা মেরিন ভেসেল নোঙর করে সেগুলোয় তেল মজুদ করছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ট্যাঙ্কারে মজুদ রয়েছে রেকর্ড ১৬ কোটি ব্যারেল তেল।

মহামারির মধ্যেও বন্দর চালু রাখার প্রত্যয়

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ২০টি বন্দর কর্তৃপক্ষ লকডাউনের মধ্যেও বন্দর কার্যক্রম সচল রাখতে সহযোগিতার সম্মতি জানিয়ে একটি ভার্চুয়াল ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছে। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে বৈশ্বিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নিয়েছে তারা। সিঙ্গাপুরের উদ্যোগে এ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছে পোর্ট অথরিটিজ রাউন্ডটেবিলের (পিএআর) সদস্যরা। এদের মধ্যে রয়েছে আবুধাবি পোর্টস, অ্যান্টুয়ার্প, হামবুর্গ, রটারড্যাম, ক্লাং, বুশান, সাংহাই, ইয়োহামা, সিয়াটল, লং বিচ এবং লস অ্যাঞ্জেলেস বন্দর।

বন্দর কার্যক্রমকে জরুরি সেবা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। খাদ্য ও ওষুধের মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বন্দরগুলো তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে বন্দর শ্রমিক ও নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হচ্ছে তাদের।

লকডাউনে ক্রুরা, ভেঙে পড়ছে সরবরাহ শৃঙ্খল

বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয় নৌ ও সমুদ্রপথে। ক্রুদের নিরাপদ কর্মঘণ্টা ও কল্যাণ নিশ্চিতে মেরিটাইম আইন অনুযায়ী বিশ্বে প্রতিমাসে এক লাখ নাবিক ও জাহাজী বদলের প্রয়োজন হয়। তবে করোনা ভাইরাসের কারণে বন্দরে বিধিনিষেধ ও যাত্রা বাতিলের কারণে ক্রু বদল করা এখন বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। সিঙ্গাপুর ও সাংহাইয়ের মতো কেন্দ্রগুলো ক্রু বদল স্থগিত রেখেছে। অন্যদিকে লকডাউনের কারণে বৈশ্বিক নাবিকদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সরবরাহ করা দেশ ফিলিপাইন থেকে নাবিক ও জাহাজীরা চলাচল করতে পারছেন না। একইভাবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে বিশ্বের অধিকাংশ বন্দর ক্রু বদল স্থগিত করেছে। ফলে বাণিজ্যিক শিপিংয়ের মাধ্যমে খাদ্য, ওষুধ ও জ্বালানি তেল পরিবহন এখন ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এতে ভেঙে পড়ছে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল।

সালফার আইন মেনে চলায় উচ্চহার

জ্বালানি তেলে সালফারের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থা (আইএমও)। সংস্থার

নতুন এ আইন প্রতিপালনে জাহাজগুলোর উচ্চহার দেখতে পাচ্ছে সিঙ্গাপুরের মেরিটাইম অ্যান্ড পোর্ট অথরিটি (এমপিএ)। ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকরের পর বছরের প্রথম প্রান্তিকে পরিদর্শন করা ৯৬ শতাংশ জাহাজই কমপ্লায়েন্ট জ্বালানি ব্যবহার করছে বলে জানিয়েছে এমপিএ।

বছরের প্রথম প্রান্তিকে সিঙ্গাপুর বন্দরে মোট ৩২৬টি জাহাজ পরিদর্শন করে এমপিএ। এর মধ্যে ১২টি জাহাজে সালফারের নির্ধারিত সীমা শূন্য দশমিক ৫ শতাংশের চেয়ে সামান্য বেশিমাত্রায় সালফারমিশ্রিত জ্বালানি তেল ব্যবহারের হদিশ পায়। এমপিএ'র ধারণা, জাহাজের জ্বালানি ট্যাঙ্ক ও পাইপে উচ্চ-সালফারযুক্ত জ্বালানির অবশেষ থাকার কারণে এমনটা ঘটেছে। এর বাইরে মাত্র দুটি জাহাজে নন-কমপ্লায়েন্ট জ্বালানি তেল ব্যবহারের প্রমাণ পায় এমপিএ।

আরও ছাড়ের ঘোষণা সিঙ্গাপুর বন্দর কর্তৃপক্ষের

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে সিঙ্গাপুরের মেরিটাইম অ্যান্ড পোর্ট অথরিটি (এমপিএ) মেরিটাইম শিল্পের জন্য তাদের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছে। ১ মে থেকে ১ কোটি ৯০ লাখ ডলারের 'মেরিটাইম এসজি টুগেদার প্যাকেজ' কার্যকর হবে। ইউনিটি, রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড সলিডারিটি বাজেটের অধীনে এর আগেও আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম শুরু করে দেশটির বন্দর কর্তৃপক্ষ।

এ প্যাকেজের অধীনে বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। সিঙ্গাপুরের নাবিকরাও আর্থিক ও কর্মসংস্থান সহায়তা পাবেন। পাশাপাশি সব কার্গো ভেসেলের জন্য বন্দর চার্জে ৩০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে, যা কার্যকর থাকবে ১ মে থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এমপিএ এরই মধ্যে চলতি বছরের ১ মার্চ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যাত্রীবাহী ভেসেলের ক্ষেত্রে বন্দর চার্জে ৫০ শতাংশ ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে।

আঙ্কটাডের ১০ দফা পরিকল্পনা

বৈশ্বিক বাণিজ্য ও পরিবহন বাধা দূর এবং পণ্য, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সরবরাহের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে ১০ দফা পরিকল্পনা হাজির করেছে আঙ্কটাড। জাহাজ চলাচল অব্যাহত ও বন্দরগুলো উন্মুক্ত রাখার পাশাপাশি আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য প্রবাহ চলমান রাখতে সহযোগিতা করবে এই পরিকল্পনা।

আঙ্কটাডের এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত খাতগুলো হচ্ছে মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট, কাস্টমস অপারেশন্স, ট্রানজিট, ট্রান্সপারেন্সি ও আইনগত বিষয়াবলি। পাশাপাশি রয়েছে কাগজবিহীন বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির সম্প্রসারণ। এতে যে নীতিমালাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে: বাধাবিঘ্নহীন জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করা; বন্দরগুলো উন্মুক্ত রাখা; গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরক্ষা, কাস্টম ক্লিয়ারেন্সে গতিবৃদ্ধি ও বাণিজ্য সহায়তা; আন্তঃসীমান্ত পরিবহনে সহায়তা; ট্রানজিটের অধিকার নিশ্চিত করা; স্বচ্ছতা ও হালনাগাদ তথ্যের সুরক্ষা ইত্যাদি।

উষ্ণ মহাসাগর ঘূর্ণিঝড় ও দাবানলের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে

বিশ্বের সাগর-মহাসাগরগুলো ক্রমে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হচ্ছে। আবহাওয়াবিদরা আশঙ্কা করছেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া আগামীতে চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করবে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সেন্টারস ফর এনভায়রনমেন্টাল ইনফরমেশনের তথ্য বলছে, গত মার্চে আটলান্টিক, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু অংশ উষ্ণতায় রেকর্ড ছুঁয়েছে। আটলান্টিকে ভয়াল ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি, অস্ট্রেলিয়া ও অ্যামাজনে মারাত্মক দাবানলের পেছনে এ উষ্ণতার সংযোগ রয়েছে।

গত মার্চে বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের তাপমাত্রা গড়ের চেয়ে ১ দশমিক ৪৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেশি ছিল। ১৮৮০ সাল থেকে তাপমাত্রা পরিমাপের পর এটা ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। ২০১৬ সালের মার্চে তাপমাত্রা ছিল গড়ের চেয়ে ১ দশমিক ৫৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেশি। এ পরিস্থিতি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বের নজর এখন করোনা ভাইরাসে সীমিত থাকলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়নই হচ্ছে এ পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

তেল মজুদে ভরসা এখন জাহাজ

তেল উৎপাদক দেশগুলো গড়ে প্রতিদিন ৯৭ লাখ ব্যারেল উৎপাদন কমাতে সম্মত হয়। কিন্তু তারপরও অতি সরবরাহের কবলে পুরো জ্বালানি তেল বাজার।

নৌপরিবহন খাতের সাথে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনেক তেল মজুদাগারের সন্ধানে হন্যে হয়ে উঠেছেন ব্যবসায়ীরা। জল ও স্থলে যেখানেই পারছেন সেখানেই তেল মজুদ করছেন তারা। ফলে ভাসমান জাহাজে অপরিশোধিত তেলের মজুদ নতুন রেকর্ড গড়েছে–প্রায় ১৬ কোটি ব্যারেল। এদিকে বড় জাহাজগুলো তেল সংরক্ষণে ব্যবহৃত হওয়ায় তেলবাহী ছোট বার্জগুলো এখন কার্গো পরিবহনে ব্যবহৃত হচ্ছে। অতি সরবরাহ ঠেকাতে ও দাম বাড়াতে ওপেক এবং রাশিয়াসহ অন্য জাহাজই এখন ভাসমান তেল মজুদাগার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব জাহাজের মধ্যে রয়েছে ৬০টি সুপার ট্যাঙ্কার, যার প্রতিটির ধারণক্ষমতা ২০ লাখ ব্যারেল। ২০০৯ সালে ভাসমান মজুদাগারের এমন ঊর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছিল এবং তখন ১০ কোটি ব্যারেল তেল জাহাজে মজুদ করা হয়েছিল। তেলভর্তি জাহাজগুলোর অবস্থান মূলত যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগর ও সিঙ্গাপুরকেন্দ্রিক। কারণ এ অঞ্চলগুলোই জ্বালানি তেল বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র।

বৈশ্বিক আর্থিক সেবাদাতা গ্রুপ বিটিআইজি এক বার্তায় সম্প্রতি এ ঘটনাকে ট্যাঙ্কারের ইতিহাসে অভূতপূর্ব বলে আখ্যায়িত করেছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, সুপার ট্যাঙ্কারের পাশাপাশি ছোট আকারের ক্রুড ও প্রোডাক্ট ট্যাঙ্কারগুলোও এখন তেল মজুদের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান রিভারলেক বার্জিংয়ের ব্রোকার জেল ভ্রিমান জানান, ব্যবসায়ীদের সবাই এখন ভাসমান মজুদাগারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন। কারণ ভূমিকেন্দ্রিক মজুদাগারগুলো এখন এতটাই পূর্ণ যে, বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই। অনেকে ছোট বার্জগুলোয়ও তেল মজুদে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

সংবাদ সংকেত

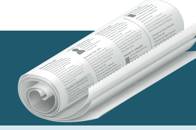

- যাত্রা শুরু করেছে বিশ্বের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ এইচএমএম আলজেসিরাস। ৩৯৯.৯ মিটার দীর্ঘ এবং ৬১ মিটার বিমবিশিষ্ট জাহাজটির ধারণক্ষমতা ২৩,৯৬৪ টিইইউ।
- করোনা মহামারির কারণে সম্প্রতি সিএমএ-সিজিএমের একটি আল্ট্রা লার্জ কনটেইনার জাহাজকে পণ্য নিয়ে সুয়েজ খালের পরিবর্তে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে এশিয়াতে আসতে হয়েছে। এতে অতিরিক্ত ৩,০০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছে এবং পাঁচ দিন বেশি সময় লেগেছে।
- বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিপিং প্রতিষ্ঠান এমএসসি'র ওয়েবসাইট এবং অনলাইন কাস্টমার বুকিং পোর্টাল সম্প্রতি সাইবার আক্রমণের শিকার হয়। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, জেনেভায় অবস্থিত সদর দপ্তরই কেবল এই আক্রমণের শিকার হয়েছে।
- ১৪ থেকে ২০ এপ্রিলের মধ্যে এশিয়ায় চারটি জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে রিক্যাপ আইএসসি। আক্রান্ত জাহাজগুলো হলো ট্যাঙ্কার জাহাজ সিফ্রস্ট, ভিএলসিসি অ্যারাফ্যুরা, বাল্ক ক্যারিয়ার প্যালাইস, এনওয়াইকে জোয়ানা।
- ভারতের নৌপরিবহন বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশটির বড় বন্দরগুলোয় কর্মরত শ্রমিক কিংবা তাদের পরিবারের সদস্য বা পোষ্য কেউ কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- ২০২০ সালের প্রথম প্রান্তিকের তথ্যের ওপর নির্ভর করে প্রকাশিত এক প্রাক্কলনে রটারড্যাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ২০২০ সালে বন্দরটির মোট কনটেইনার থ্রুপুট কমতে পারে আগের বছরের তুলনায় ১০-২০ শতাংশ পর্যন্ত।
- কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঠেকাতে দ্য মেরিটাইম অ্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব সিঙ্গাপুর সম্প্রতি বিদেশি নাবিকদের জন্য দুটি ভাসমান বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পিএসএ সিঙ্গাপুর, কেপেল অফশোর অ্যান্ড মেরিন, বিব্যি মেরিটাইম লিমিটেড এবং দ্য অ্যাসকট লিমিটেডের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।
- ভার্জিনিয়া বন্দর সম্প্রতি নিম্ন কার্গো ভলিউমের কারণে অস্থায়ীভাবে পোর্টসমাউথ মেরিন টার্মিনালের কার্যক্রম স্থগিত করেছে।
- মেরুবর্তী এবং বিষুবীয় অঞ্চলে চলাচলের জন্য নির্মিতব্য ছয়টি লাক্সারি ক্রুজ ভেসেল নকশা করবে টেকনোলজি গ্রুপ ভার্টসিলা। জাহাজগুলো পরিচালনা করবে অ্যামুন্ডসনস এক্সপিডিশনস।
- টানা তৃতীয় বছরের মতো ২০১৯ সালে রটারড্যাম বন্দর নিজস্ব ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের দূষণ কমাতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৯ সালে দূষণ হ্রাস পায় ৩.৮ শতাংশ।
- কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বের বৃহত্তম নাবিক সরবরাহকারী দেশ ফিলিপাইনের ঘরফিরতি নাবিকের সংখ্যা ১৩,০০০ ছাড়িয়েছে।
- প্রায় ৫০,০০০ ডিডব্লিউটির জাহাজ স্টেনা ইমমর্টাল সফলভাবে প্রথম বায়োফুয়েল ট্রায়াল শেষ করেছে।
- রাশিয়ার নিউক্লিয়ার গ্রুপ রোসাটমের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান অ্যাটমফ্লট এবং ভেজদা শিপইয়ার্ড সম্প্রতি নর্দান সি রুটে বাণিজ্যবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নিউক্লিয়ার আইসব্রেকার নির্মাণে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

গ্রন্থ পরিচিতি

টু ইয়ারস বিফোর দ্য মাস্ট

রিচার্ড হেনরি ডানা জুনিয়র

টু ইয়ারস বিফোর দ্য মাস্ট মূলত আমেরিকান লেখক রিচার্ড হেনরি ডানা জুনিয়র এর লেখা একটি স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ। ১৮৩৪ সালে শুরু হওয়া দুই বছরব্যাপী সমুদ্র ভ্রমণের সময় লিখিত দিনলিপির ওপর ভিত্তি করে লেখা বইটি ১৮৪০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ওই সমুদ্র ভ্রমণে তিনি বোস্টন থেকে কেপ হর্ন হয়ে দক্ষিণ আমেরিকা যান।

রিচার্ড হেনরি ডানা যখন হার্ভার্ডে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছিলেন, তখন হামে আক্রান্ত হয়ে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাক্তার তাকে বায়ু বদলের পরামর্শ দেন। কিন্তু আর্থিক কারণে তা সম্ভব না হওয়ায় তিনি বাণিজ্যিক জাহাজে নাবিক হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর যাত্রা শুরু হয় বোস্টন হারবার থেকে পিলগ্রিম নামের একটি জাহাজে এবং দুই বছর পর যাত্রা শেষ হয় অ্যালার্ট নামের আরেকটি জাহাজে। এ সময় নাবিকদের জীবন-যাপন এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড তিনি খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। জাহাজ দুটি সান ডিয়েগো, সান্টা বারবারা এবং ওই উপকূলের অন্যান্য অংশ থেকে গবাদিপশু বিভিন্ন বন্দরে পৌঁছে দিত। বইটির প্রতি পাতাতেই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন ডানা, যার মধ্যে রয়েছে তিমির গান শোনা, আইসবার্গ দেখা, ভয়ানক ঝড়, ক্যাপ্টেনের জারি করা কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, রাতের সমুদ্রের নিবিড় নীরবতা ইত্যাদি। এসব বিষয়ের বর্ণনায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁর মনের কোমল অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলের একটি উঁচু পাহাড়ঘেরা জায়গা তাঁর কাছে সবচেয়ে রোমান্টিক জায়গা বলে মনে হয়েছিল। বইটিতে বর্ণনা পাওয়া যায়, উঁচু ক্লিফের র‍্যাঞ্চ থেকে গবাদিপশু জাহাজে বোঝাই করা কতটা বিপজ্জনক এবং ঝামেলার কাজ হতে পারে এবং নাবিকরা কাজটি কতটা দক্ষতা ও পরিশ্রমের সাথে সম্পাদন করেন। এই দুই বছরের নাবিকজীবন তাঁকে এতটাই প্রভাবিত করে যে, তিনি হার্ভার্ডে ফিরে এসে মেরিটাইম আইনজীবী হিসেবে পড়াশোনা করেন এবং বাকি জীবন শ্রমিক এবং দাসদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। সমালোচকেরা বইটিকে আমেরিকার প্রথমদিকের ধ্রুপদী সাহিত্যকর্মের মর্যাদা দিয়েছে।

'টু ইয়ারস বিফোর দ্য মাস্ট' তখনকার তরুণ প্রজন্মকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। বইটি প্রকাশের দশ বছরের মধ্যেই প্রায় দুই লাখ কপি বিক্রি হয়ে যায়। দশ বছর পরে ৪৯ জন অভিযাত্রী ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে ভ্রমণের সময় এই বইটিকে গাইডবুক হিসেবে ব্যবহার করেছিল একদল পর্যটক। বর্তমানে বইটির বেশ কিছু সংস্করণ পাওয়া যায়। ২০১৬ সালে ভ্যালু ক্লাসিক রিপ্রিন্টস থেকে প্রকাশিত পেপারব্যাক সংস্করণের মূল্য ৬.৯৪ ডলার।

আইএসবিএন ১০: ১৯৪৫৬৪৪০৫২
আইএসবিএন ১৩: ৯৭৮-১৯৪৫৬৪৪০৫৪

মেরিটাইম ফ্যাক্ট

ইঞ্জিন অর্ডার টেলিগ্রাফ

সমুদ্রগামী জাহাজে নেভিগেশনাল কর্মকর্তারা জাহাজের ব্রিজ থেকে নেভিগেশন এবং ইঞ্জিনরুম থেকে ইঞ্জিনিয়াররা জাহাজের প্রপালশন প্ল্যান্ট পরিচালনা করেন। ব্রিজ থাকে জাহাজের একদম ওপরের দিকে। ব্রিজরুমের কর্মকর্তা এবং ইঞ্জিনরুমের ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজটি করা হয় টেলিগ্রাফ মেশিনের মাধ্যমে। জাহাজের এই টেলিগ্রাফকে বলা হয় ইঞ্জিন অর্ডার টেলিগ্রাফ বা ইওটি। এই ধরনের টেলিগ্রাফ মেশিনে একধরনের লিভার বা হ্যান্ডল থাকে যার অবস্থান পরিবর্তন করে বিভিন্ন সংকেত তৈরি করা হয়। ব্রিজ এবং ইঞ্জিন কন্ট্রোল রুম দুই জায়গাতেই এরকম একটি টেলিগ্রাফ এবং একটি ঘণ্টা থাকে। ঘণ্টাটিকে বলা হয় টেলিগ্রাফ বেল। আরও একটি ইওটি রাখা হয় মূল ইঞ্জিনের জরুরি ম্যানুভারিং বা লোকাল ম্যানুভারিং স্টেশনে। ব্রিজে অবস্থানরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুযায়ী টেলিগ্রাফের হ্যান্ডলের মাধ্যমে সংকেত তৈরি করেন। ইঞ্জিনরুমে অবস্থানরত কর্মী এই সংকেত শুনে নির্দেশনা বুঝতে পারেন এবং পাল্টা সংকেতে সেই নির্দেশনা অনুযায়ী প্রপালশন প্ল্যান্ট পরিচালনা করা হচ্ছে কিনা তা জানান। যদি কোনো কারণে ইঞ্জিনরুমের কর্মী এই সংকেত বন্ধ না করেন, তাহলে ব্রিজরুম থেকে বুঝে নেওয়া হয় যে কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে। তারপর সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বর্তমান আধুনিক জাহাজে অটোমেশনের কল্যাণে ব্রিজ টেলিগ্রাফ সরাসরি ইঞ্জিন কন্ট্রোলের সাথে যুক্ত থাকে। তাই এটি পরিচালনায় ইঞ্জিনরুমে কোনো কর্মী প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের টেলিগ্রাফ মেশিনকে বলা হয় রিমোট কন্ট্রোলড টেলিগ্রাফ ডিভাইস। তবে প্রয়োজনে ম্যানুয়ালি কাজ চালানোর মতো ব্যবস্থা থাকে এতে।

মেরিটাইম ইভেন্টস

পোসিডনিয়া, দ্য ইন্টারন্যাশনাল শিপিং এক্সিবিশন

১-৫ জুন ২০২০, এথেন্স, গ্রিস

গ্রিসের জাহাজমালিকদের সম্মিলিত উদ্যোগে এথেন্সে প্রতি দুই বছর পর পর আয়োজিত হয় পোসিডনিয়া, দ্য ইন্টারন্যাশনাল শিপিং এক্সিবিশন। ১৯৬৯ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা এই অনুষ্ঠানটি প্রতি আয়োজনেই অর্জন করেছে নতুন নতুন মাত্রা। নতুন প্রজন্মকে নৌপরিবহন শিল্পখাতের প্রতি আগ্রহী করে তুলতেই আয়োজিত হয় এই আন্তর্জাতিক এক্সিবিশনটি। ২০১৮ সালে ৯২টি দেশের ২০০০ প্রতিনিধি তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করেছিলেন এখানে, এসেছিলেন ২২,০০০ দর্শনার্থী। ফলে এই আয়োজনটি মেরিটাইম খাতে গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

বিস্তারিত: https://posidonia-events.com/

মেরিটাইম সাইবার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফোরাম

১৬ জুন ২০২০, লন্ডন

অটোমেশন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে জাহাজ পরিচালনায় উপকূলীয় রিমোট কন্ট্রোল সেন্টারের সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদানের পরিমাণ আরও বাড়ছে এবং বাড়বে। এমতাবস্থায় সাইবার নিরাপত্তার প্রশ্নটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি মাথায় রেখে নর্টন রোজ ফুলব্রাইটের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হবে পঞ্চম মেরিটাইম সাইবার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফোরাম। এই ফোরামে মেরিটাইম সাইবার খাতের বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে সরাসরি আলোচনার সুযোগ থাকবে।

বিস্তারিত: https://bit.ly/31FpREL

ট্রান্স মিডল ইস্ট ২০২০

৭-৯ জুলাই ২০২০, বৈরুত

মধ্যপ্রাচ্যে জ্বালানি খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত আয়োজন ট্রান্স মিডল ইস্ট ২০২০। এবার বসবে এর ১৭তম আসর। বিভিন্ন প্রযুক্তি এবং সেবা নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীতে হাজির হবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিষ্ঠান। একইসাথে এই কনফারেন্সে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার জ্বালানি বাণিজ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

বিস্তারিত: https://bit.ly/2VCza4v

২৩ এপ্রিল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে আসেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং পরে বন্দরের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

জাতীয় স্বার্থে সচল থাকবে বন্দর

জাতীয় স্বার্থে চট্টগ্রাম বন্দর সচল রাখতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। ২৩ এপ্রিল বন্দর ভবনে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি। এর আগে বন্দর ভবনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী।

নৌপ্রতিমন্ত্রী বলেন, "পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের দায়িত্বে থাকা চট্টগ্রাম বন্দর হচ্ছে বাংলাদেশের লাইফলাইন। চট্টগ্রাম বন্দরকে সচল রাখতে বন্দরের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন।" যেখানে যে সহযোগিতার প্রয়োজন সেখানে তা করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, "বন্দরের শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কাজ করতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আন্তরিক। সংকট মুহূর্তে প্রণোদনার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দায়িত্ব পালন। বন্দরে কাজ করতে গিয়ে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে কর্তৃপক্ষ তার পাশে দাঁড়াবে।"

নৌপরিবহন সচিব মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, "করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পর লকডাউনের কারণে দেশজুড়ে সব কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকলেও ব্যতিক্রম চট্টগ্রাম বন্দর। পজেটিভ গ্রোথ রেট ধরে রাখতে প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করে তা অপসারণের চেষ্টা করছে বন্দর কর্তৃপক্ষ।" এ সময় বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ, বন্দরের পর্ষদ সদস্যবৃন্দ এবং বন্দর সচিব সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এশিয়ায় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হবে বাংলাদেশে

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। এডিবির পূর্বাভাস অনুযায়ী, প্রবৃদ্ধি কমে গেলেও এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হবে বাংলাদেশে।

করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। এ কারণে প্রবৃদ্ধি কমবে। এমনকি এশিয়ার গড় প্রবৃদ্ধিও কমে যাবে। ৩ এপ্রিল প্রকাশিত এডিবির এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক ২০২০-এ পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সরকার চলতি অর্থবছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিল। গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ। তবে এডিবি বলছে, আগামী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি পুনরায় ৮ শতাংশ ছাড়াবে।

এডিবির মতে, ২০২০ সালে এশিয়ার গড় প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ২ শতাংশ হতে পারে। গত বছর গড়ে ৫ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল এশিয়ায়।

এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীন ২ দশমিক ৩ শতাংশ, ভারতে ৪ শতাংশ, ভিয়েতনামে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এডিবি। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছে এডিবি।

বন্দরের কনটেইনার স্টোর রেন্ট মওকুফ

করোনাসৃষ্ট অচলাবস্থায় কনটেইনার জট নিরসন ও আমদানি-রপ্তানিকারকদের জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনার অংশ হিসেবে কনটেইনার স্টোর রেন্ট শতভাগ মওকুফ করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ৫ এপ্রিল বন্দরের পরিচালক (পরিবহন) এনামুল হকের স্বাক্ষরিত চিঠিতে বন্দরের অংশীজনদের এ বিষয়ে জানানো হয়। পণ্য আমদানির পর আমদানিকারকরা দ্রুত তা ছাড়িয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেবেন এমন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্টোর রেন্ট মওকুফ করা হলেও কনটেইনার ডেলিভারির বৃদ্ধি না পাওয়ায় ২০ এপ্রিল এ সুযোগ বাতিল করে কর্তৃপক্ষ। পরে ২৭ এপ্রিল বিজিএমইএ ও চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতির চিঠির ভিত্তিতে পুনরায় প্রথমে পোশাক শিল্প মালিকদের মাশুল ছাড়ের সুবিধা দিয়ে নতুন একটি আদেশ জারি করে। পরে সে সুবিধা সব আমদানিকারকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

করোনা প্রতিরোধে ১০ কোটি ডলার দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে ১০ কোটি ডলার দিবে বিশ্বব্যাংক। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা। ৩ এপ্রিল বোর্ড সভায় বিশ্বব্যাংক এই অর্থ ছাড়ের অনুমোদন দেয়। বিশ্বব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

করোনা প্রতিরোধে জরুরি ভিত্তিতে তহবিল ছাড় করার অংশ হিসেবে এই অর্থ বাংলাদেশকে দেওয়া হচ্ছে। কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যানডেমিক প্রিপার্ডনেস প্রকল্পের আওতায় এই অর্থ ব্যয় হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করতে নির্বাচিত হাসপাতালে টেস্টিং সুবিধা, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণসহ নানা সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি টেম্বন বলেন, "করোনার বিস্তার রোধে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে বিশ্বব্যাংক।" ইতিমধ্যে ভারত, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশ বিশ্বব্যাংকের এই জরুরি তহবিল থেকে অর্থ নিয়েছে। বিশ্বব্যাংক করোনা প্রতিরোধে প্রায় ১ হাজার ৪০০ কোটি ডলারের বিশেষ তহবিল গঠন করেছে।

এডিপির বরাদ্দের ১,৬৩০ কোটি টাকা করোনা রোধে খরচ হবে

চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ১ হাজার ৬৩০ কোটি টাকা বিশেষ উন্নয়ন সহায়তার জন্য বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ৮৩১ কোটি টাকা এবং বিদেশি সহায়তা হিসেবে ৭৯৯ কোটি টাকা আছে। এই টাকা বছরের যেকোনো সময়ে জরুরি প্রয়োজনে খরচের জন্য এডিপিতে বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে বরাদ্দ রাখা হয়। সাধারণত জরুরিভাবে নতুন প্রকল্প নেওয়া হলে কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দ্রুত কোনো প্রকল্প নিতে হলে এই তহবিল থেকে বরাদ্দ দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ১ হাজার ১২৭ কোটি টাকার কোভিড ১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যানডেমিক প্রিপার্ডনেস নামে নতুন একটি প্রকল্প ১৯ এপ্রিল প্রাক-অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ওই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের ঋণে পাওয়া ১০ কোটি ডলার (৮৫০ কোটি টাকা) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাকি টাকা সরকারের থোক বরাদ্দ তহবিল থেকে সরবরাহ করা হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শামসুল আলম বলেন, "বর্তমান বিশেষ পরিস্থিতিতে অর্থ মন্ত্রণালয় চাইলে অর্থের পুনর্বণ্টন করতে পারে। এই মুহূর্তে করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা জরুরি। এ ছাড়া এডিপির অব্যবহৃত টাকাও বিভিন্ন উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে খরচ করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে সম্পূরক বাজেট পাস করার সময় এই পুনর্বিন্যস্ত অর্থের বণ্টন ছাড় করিয়ে নিলেই হবে।"

লকডাউনের কারণে ২৬ মার্চ থেকে সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ থাকা পর ৩০ এপ্রিল বেনাপোল-পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে পুনরায় শুরু হয়েছে ভারত-বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য

ঢাকা ও চট্টগ্রামে বাণিজ্যিক এলাকায় সব ব্যাংক খোলা রাখার নির্দেশ

ঢাকা ও চট্টগ্রামে বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত সব ব্যাংক শাখা খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর ফলে ঢাকার মতিঝিল ও দিলকুশা এবং চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ ও আগ্রাবাদের সব ব্যাংকের শাখা ২৬ এপ্রিল থেকে খোলা রয়েছে। এসব শাখায় সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত লেনদেন চালু রয়েছে।

সব তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের কাছে ২৪ এপ্রিল এ বিষয়ক একটি প্রজ্ঞাপন পাঠায় বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দরে সৃষ্ট পণ্যজট নিরসনে আমদানি পণ্য দ্রুত খালাসের মাধ্যমে অধিকতর সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের প্রধান দুটি বাণিজ্যিক এলাকা-ঢাকার মতিঝিল-দিলকুশা এবং চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ ও আগ্রাবাদে অবস্থিত তফসিলি ব্যাংকগুলোর শাখা প্রতি কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত লেনদেন চালু রাখতে হবে। ২৬ এপ্রিল থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এসব এলাকার সব তফসিলি ব্যাংকের শাখা প্রতি কার্যদিবসে খোলা রাখতে হবে। লেনদেন পরবর্তী আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রয়োজনে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে।

করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে সরকারি ছুটির মধ্যে সীমিত আকারে ব্যাংক সেবা চালু আছে। এর আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, ব্যাংকিং লেনদেন চালু থাকবে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত। প্রতিটি জেলা শহরে ব্যাংকের কমপক্ষে একটি করে শাখা ও পোশাকশিল্প এলাকার সব শাখা খোলা থাকবে। তাছাড়া লকডাউন এলাকায়ও একটি শাখা খোলা রাখতে হবে।

বেনাপোল দিয়ে আমদানি-রপ্তানি শুরু

বেনাপোল-পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ৩০ এপ্রিল থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে। লকডাউনের কারণে ২৬ মার্চ থেকে এখানে সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ ছিল।

আমদানি-রপ্তানি পণ্য পেট্রাপোল ও বেনাপোল সীমান্তের পার্কিং লটে ওঠানো-নামানো হতো। কিন্তু করোনা সংক্রমণের দরুন বন্ধ হয়ে যায় পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের কাজ। এরপর দুই দেশের আমদানি-রপ্তানিকারকদের দাবির মুখে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও বাংলাদেশ সরকার পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্তে আমদানি-রপ্তানি পণ্য ট্রাক থেকে নামানো ও ওঠানোর কাজ উভয় দেশের জিরো পয়েন্টে বা নো-ম্যানস ল্যান্ডে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

পোশাক খাতের কোনো অর্ডার বাতিল করবে না সুইডেন

করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশের পোশাক খাতের কোনো অর্ডার বাতিল করবে না সুইডেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ কথা জানিয়েছেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী স্টেফ্যান লোভিয়া।

২৯ এপ্রিল দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করে এ কথা বলেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে জানান যে, সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনেই রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে।

এপ্রিলের ১৫ দিনে পোশাক রপ্তানি কমেছে ৮৪ শতাংশ

চলমান করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী প্রায় সব দেশেই এখন আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ লকডাউন চলছে। এ অবস্থায় স্থবির হয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকও। এরই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে খাতটির গার্মেন্টস মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র পরিসংখ্যানে। সংগঠনটি জানিয়েছে, এ বছর এপ্রিল মাসের প্রথম ১৫ দিনে বাংলাদেশ থেকে পোশাক রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮৩ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

একের পর এক ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হওয়ার কারণে দেশের রপ্তানি কার্যক্রম বর্তমানে স্থবির হয়ে পড়েছে। মার্চ মাসে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমেছে প্রায় ২৭ শতাংশ। রপ্তানিতে পতনের এ ধারাবাহিকতা বজায় ছিল এপ্রিল মাসেও।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিজিএমইএ জানিয়েছে, এপ্রিল মাসের প্রথম ১৫ দিনে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১৯ কোটি ৪০ লাখ ডলারের। অন্যদিকে গত বছরের ১-১৫ এপ্রিলের মধ্যে রপ্তানি হয়েছিল ১১৯ কোটি ২৯ লাখ ৯৯ হাজার ডলারের পোষাক। অর্থাৎ পণ্যটির রপ্তানি কমেছে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯৯ কোটি ৮৯ লাখ ৯০ হাজার ডলার মূল্যের।

করোনার প্রভাবে দেশের তৈরি পোশাক খাত প্রথমে কাঁচামালের সরবরাহ সংকটে পড়ে যায়। দেশে তৈরি পোশাক খাতে প্রয়োজনীয় ওভেন কাপড়ের আনুমানিক ৬০ শতাংশ আর নিট কাপড়ের ১৫-২০ শতাংশ আমদানি হয় চীন থেকে। করোনা ভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণের কারণে দেশটি থেকে কাঁচামাল আমদানি ব্যাহত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে রপ্তানি গন্তব্যগুলোয় এ রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ায় চাহিদার সংকট তৈরি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত করতে থাকে একের পর এক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান।

দেশের রপ্তানি আয়ে নিম্নমুখী প্রবণতা

পণ্য রপ্তানি আয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না বাংলাদেশ। চলতি অর্থবছরের (২০১৯-২০) প্রথম নয় মাসে রপ্তানি হয়েছে ২ হাজার ৮৯৭ কোটি ডলারের পণ্য, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৬ দশমিক ২৪ শতাংশ কম।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, তৈরি পোশাকের পাশাপাশি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, হোম টেক্সটাইল, প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি আয় কমে যাওয়ায় সামগ্রিক পণ্য রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশই আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ২ হাজার ৪১০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭ দশমিক ১২ শতাংশ কম। এই নয় মাসে পোশাক রপ্তানিতে লক্ষ্যের চেয়ে আয় কমেছে ১৫ দশমিক ২৯ শতাংশ। পোশাক রপ্তানি কমলেও পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি বেড়েছে। এই নয় মাসে এ খাতের রপ্তানি বেড়েছে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি।

চীনে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পরলে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে শুরুতেই বিপাকে পড়ে চামড়া, কাঁকড়া ও কুঁচে রপ্তানির মতো চীনের বাজারের ওপর নির্ভরশীল খাত।

জুলাই-মার্চ সময়ে চামড়া খাতে রপ্তানি কমেছে ১০ দশমিক ৭৮ শতাংশ, হিমায়িত মাছ রপ্তানি কমেছে ৪ শতাংশ।

গত অর্থবছরে ৪ হাজার ৫৩ কোটি

ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। চলতি অর্থবছরের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪ হাজার ৫৫০ কোটি ডলার। প্রথম নয় মাসে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩ হাজার ৩৮৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার। অর্থ্যাৎ এই সময়ে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রপ্তানি পিছিয়ে আছে ১৪ দশমিক ৫২ শতাংশ।

বন্দরের জট সামলাতে টাস্কফোর্স

চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার জট সামাল দিতে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে ২৬ এপ্রিল একটি জরুরি বৈঠক শেষে জানানো হয়, বন্দর, কাস্টমস, ব্যবহারকারী, পুলিশ এবং বেসরকারি আইসিডিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই টাস্কফোর্স ১০ দিনের মধ্যে বন্দর থেকে কনটেইনার সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিবে। কনটেইনার জট সামালাতে প্রয়োজনীয় যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা টাস্কফোর্সকে প্রদান করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারি সাধারণ ছুটি এবং কলকারখানা বন্ধ হওয়ায় আমদানিকারকরা বন্দর থেকে কনটেইনার খালাস করছেন না। এতে বন্দরের ইয়ার্ডে আমদানিকৃত কনটেইনারের পাহাড় গড়ে উঠে। স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে ৩০/৩২ হাজার টিইইউ কনটেইনার থাকে সেখানে বন্দরে প্রায় ৫০ হাজার টিইইউ কনটেইনার জমা হয়ে যায়। অথচ বন্দরের কনটেইনার ধারণ ক্ষমতা ৪৯ হাজার টিইইউ। ধারণ ক্ষমতার বেশি কনটেইনার রাখতে হিমশিম খাওয়া বন্দর কর্তৃপক্ষ বিদেশি জাহাজ থেকে কনটেইনার নামাতে পারছিল না। আমদানি পণ্যবাহী কনটেইনার নামাতে না পেরে অলস বসে থাকা জাহাজে রপ্তানি পণ্য বোঝাই কনটেইনারও ওঠানো যাচ্ছিল না। ফলে পণ্য বোঝাই কনটেইনারগুলোও বন্দরের ইয়ার্ডে আটকা পড়ছিল। সবকিছু মিলে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বন্দরে। এরই প্রেক্ষিতে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এদিকে আইসিডিগুলোতে সব ধরনের আমদানি পণ্য বোঝাই কনটেইনার স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের সুফল আসতে শুরু করেছে।

বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মোহাম্মদ ওমর ফারুক বলেন, "চট্টগ্রাম বন্দরের পরিস্থিতির উন্নতির জন্য অনুষ্ঠিত বৈঠকে কনটেইনার প্রবাহ স্বাভাবিক করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। নবগঠিত টাস্কফোর্সকে তাদের কাজ সম্পর্কে নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।"

বন্দর থেকে আমদানি পণ্যের কনটেইনার সরানোর অনুমোদন

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এবার সব ধরনের আমদানি পণ্যবাহী কনটেইনার ১৯টি বেসরকারি ডিপোতে সরিয়ে নেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। বন্দরের জট কমাতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে ২৩ এপ্রিল এ সংক্রান্ত দাপ্তরিক আদেশ জারি করেছে রাজস্ব বোর্ড। একইসাথে এই আদেশে প্রতিটি আইসিডিকে মিনি পোর্টের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

করোনা সংকটের আগে বন্দর দিয়ে আমদানি হওয়া ৩৮ ধরনের আমদানি পণ্য বেসরকারি ডিপোতে নিয়ে খালাসের সুযোগ ছিল। বন্দরে জট শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগে আরও ছয় ধরনের পণ্য ডিপোতে সরিয়ে নেওয়ার অনুমোদন দিয়েছিল রাজস্ব বোর্ড। কনটেইনার জট তীব্র হয়ে ওঠায় এবার সব ধরনের পণ্য ডিপোতে স্থানান্তরের অনুমোদন দিয়েছে তারা।

রাজস্ব বোর্ডের দ্বিতীয় সচিব মেহরাজ উল আলম সম্রাট স্বাক্ষরিত এই আদেশ অনুযায়ী, বন্দরে কনটেইনার জট নিরসনে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে বন্দর দিয়ে আমদানি হওয়া সব ধরনের পণ্যের চালান বেসরকারি ডিপোতে সংরক্ষণ, আনস্টাফিং ও ডিপো থেকে খালাসের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৩০ জুন পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে।

পণ্য সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ওই আদেশে দুটি শর্ত দেওয়া হয়েছে। একটি হলো, বন্দর থেকে ডিপোতে সরিয়ে নেওয়ার সময় প্রতিটি কনটেইনার স্ক্যানিং করতে হবে। আরেকটি হলো, এসব পণ্য খালাসের আগে শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করতে হবে।

বন্দর কর্তৃপক্ষ পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণ করতে পারলেও পণ্যের শুল্কায়ন ও পণ্য খালাসের স্থান নির্ধারণ করে রাজস্ব বোর্ড ও এর আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম কাস্টমস।

গত ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি শুরুর পর বন্দর চত্বর থেকে পণ্য খালাসের হার কমে যায়। দুই দফা ছুটি বাড়ানোর পর পণ্য খালাসের হার আরও কমে আসে। এ অবস্থায় ডিপোতে আমদানি পণ্যবাহী কনটেইনার সরিয়ে নেওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় ছিল না।

বন্দরে জট পাকিয়েছে পোশাক শিল্পের কাঁচামাল

চট্টগ্রাম বন্দরে খালাস না হওয়া কনটেইনার পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কনটেইনার তৈরি পোশাক খাতের। পোশাক খাতের কাঁচামাল ও সরঞ্জাম ভর্তি প্রায় ১৪ হাজার কনটেইনার পড়ে আছে বন্দরে। সময়মতো এসব কনটেইনার খালাস হলে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও বন্দরের কার্যক্রম অনেকখানি স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হতো। কনটেইনার খালাসের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে চিঠি দিয়েছে।

বন্দরের তথ্য অনুযায়ী, পোশাক খাত ছাড়াও বন্দরে এখন শিল্পখাতের কাঁচামাল রয়েছে প্রায় ৯ হাজার কনটেইনার। সাধারণ ছুটির পর থেকে বাণিজ্যিক পণ্য শুল্কায়ন করছে না কাস্টমস। এতে বাণিজ্যিক পণ্যেরও স্তুপ জমছে। বাণিজ্যিক পণ্যবাহী কনটেইনার বেড়ে হয়েছে ১১ হাজার ৫০০টি। সব মিলিয়ে ১৫ এপ্রিল বন্দরে আমদানি পণ্যবাহী কনটেইনার ছিল ৪৬ হাজার ৬৯০টি।

বিজিএমইএ'র পরিচালক অঞ্জন শেখর দাশের মতে, সাধারণ ছুটিতে কারখানায় কর্মী না থাকা, পরিবহন সংকট, ব্যাংকিং সময় কমিয়ে আনার মতো সিদ্ধান্তের কারণে চাইলেও দ্রুত পণ্য খালাস করা যাচ্ছে না।"

করোনা মোকাবিলায় সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর বন্দর আগের মতো ২৪ ঘণ্টা সচল রাখার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু বন্দর থেকে পণ্য খালাসের জন্য যেসব সংস্থার অনুমোদন দরকার, সেগুলোর কার্যক্রম শুরুতে খুবই সীমিত ছিল। যেমন রাজস্ব বোর্ড থেকে শুরুতে শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও ওষুধের কাঁচামাল ও অন্যান্য সামগ্রী শুল্কায়ন করে খালাস নেওয়ার আদেশ জারি করে। পরে দুই দফায় বাণিজ্যিক পণ্য ছাড়া সব ধরনের আমদানি পণ্য খালাসের আদেশ জারি করে সংস্থাটি। এখন বাণিজ্যিক পণ্যও শুল্কায়ন করার নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার দাবি উঠেছে। এ ছাড়া আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যাংকের কার্যক্রমের সময় বাড়ানোরও আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবহারকারীরা।

বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ বলেন, "বন্দর থেকে পণ্য খালাস হলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বন্দরের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। বেসরকারি ডিপোতে জায়গা খালি থাকার বিষয়টিও আলোচনা হয়েছে। বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম সচল রাখতে ব্যবসায়ীদের পণ্য খালাসের হার বাড়ানোর বিকল্প নেই।" উল্লেখ্য, গত মাসে দেশের মোট আমদানি পণ্যের প্রায় ৮২ শতাংশ এবং রপ্তানি পণ্যের ৯১ শতাংশই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আনা-নেওয়া হয়।

১০ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে এডিবি

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে ১০ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। টাকার অঙ্কে এর পরিমাণ ৮৫০ কোটি টাকা। ৩০ এপ্রিল ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অবস্থিত এডিবির বোর্ড সভায় এই ঋণ অনুমোদন দেওয়া হয়।

করোনা মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক কেনাকাটায় বিশেষ করে বিভিন্ন মেডিকেল যন্ত্রপাতি, টেস্টিং সামগ্রী, চিকিৎসা অবকাঠামো তৈরি ও আধুনিকায়নে এই অর্থ খরচ করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৭টি মেডিকেল কলেজে আইসোলেশন ও বিশেষ নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এ ছাড়া স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এডিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট শিজিন চ্যাং জানান, "করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বাংলাদেশের পাশে থাকবে এডিবি। এই মুহূর্তে স্বাস্থ্যখাতের যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়াবলির প্রতি নজর দিতে হবে।" করোনা মোকাবিলায় সদস্য দেশগুলোকে

জট কমাতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে এবার সব ধরনের আমদানি পণ্যবাহী কনটেইনার ১৯টি বেসরকারি ডিপোতে সরিয়ে নেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

খালাস না হওয়ায় এভাবেই বন্দরে পড়ে আছে পচনশীল পণ্যবাহী রিফার কনটেইনারগুলো। স্থান সংকুলন না হওয়ার কারণে নতুন কনটেইনার নামানো যাচ্ছে না জাহাজ থেকে

সহযোগিতা করতে এডিবি ২ হাজার কোটি ডলারের তহবিল গঠন করেছে।

এপ্রিলে চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং কমেছে ৪৭ শতাংশ

করোনা ভাইরাসের প্রভাবে মোট পণ্য ওঠানামায় বড় ধরনের ধস নেমেছে দেশের প্রধান বন্দর চট্টগ্রাম বন্দরে। মার্চ মাসে বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস ধরা পড়লেও সেই মাসে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। কিন্তু বড় ধাক্কাটা এসেছে এপ্রিল মাসে। আর মার্চ মাসের তুলনায় এপ্রিল মাসে পণ্য ওঠানামা কমেছে প্রায় ৪৭ শতাংশ। মার্চ মাসে পণ্য হ্যান্ডলিং হয়েছিল ২ লাখ ৪৯ হাজার টিইইউ কনটেইনার। এপ্রিলে তা ১ লাখ ৩২ হাজার এককে নেমেছে। চট্টগ্রাম বন্দরে একমাসে এত কম পণ্য হ্যান্ডলিং বিগত ১০ বছরে হয়নি।

বন্দরের পণ্য ওঠানামার এই হিসাবে, আমদানি পণ্যভর্তি, রপ্তানি পণ্যভর্তি এবং খালি কনটেইনারও যুক্ত আছে। আর চট্টগ্রাম বন্দরের বাইরে পানগাঁও কনটেইনার টার্মিনাল এবং কমলাপুর আইসিডির পণ্য এই হিসাবে যুক্ত আছে। শুধু আমদানি-রপ্তানি পণ্যভর্তি কনটেইনার সংখ্যা হিসাব করলে পণ্য ওঠানামার হার আরও অনেক কমবে।

চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ পরিচালনাকারী বিদেশি কোম্পানির তথ্যমতে, মার্চ মাসে চট্টগ্রাম বন্দরে শুধুমাত্র আমদানি-রপ্তানি পণ্যভর্তি কনটেইনার এসেছে ১ লাখ ৭২ হাজার টিইইউ। আর এপ্রিলে তা কমে ৮৩ হাজার এককে নেমেছে। মার্চের তুলনায় এপ্রিলে আমদানি কমেছে ৩৭ শতাংশ; আর রপ্তানি কমেছে ৭৯ শতাংশ। বন্দরে কনটেইনার রাখা যায় ৪৯ হাজার একক কিন্তু পণ্য ছাড় কমে যাওয়ায় বন্দরে রাখা পণ্য ধারণক্ষমতা ছাড়িয়ে যায়। বন্দর কর্তৃপক্ষ কনটেইনার অফডককে সরিয়ে নেওয়া, পণ্য রাখার স্টোর রেন্ট ছাড়সহ নানা উদ্যোগের ফলে এখন কনটেইনার জট কমতে শুরু করেছে।

বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘‘করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে এবং বন্দরকে পূর্ণ সচল করতে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের বিভিন্ন সংস্থার সাথে নেওয়া সম্মিলিত উদ্যোগের বাস্তবায়ন শুরু হওয়ায় জট কিছুটা কমেছে। আমরাও নিয়মিত তদারকি করছি জট কমাতে। আশা করছি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসবে।’’

চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতিমাসে আড়াই লাখ এমনকি প্রায় তিন লাখ একক কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের রেকর্ড রয়েছে। এপ্রিলে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৮ হাজার ৫০০ টিইইউ কনটেইনার; আর আমদানির পরিমাণ ছিল ৭০ হাজার ৮০০ একক কনটেইনার। মার্চ মাসে আমদানির পরিমাণ ছিল ১ লাখ ২৩ হাজার একক; রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১ লাখ ২৬ হাজার একক। সর্বশেষ এপ্রিল মাসে জাহাজ আসাও কমেছে। মার্চে বন্দরে পণ্যবাহী জাহাজ ভিড়েছিল ১২৪টি আর এপ্রিলে ভিড়েছে মাত্র ৮৪টি।

বেশ কিছু খাতে শূন্য প্রবৃদ্ধি দেখবে এশিয়ার দেশগুলো

চলতি বছর কোনো কোনো খাতে এশিয়ার দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি শূন্যের কোঠায় নামতে পারে বলে সতর্ক করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), যা গত ৬০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বে এশিয়ার সেবা খাত। কারণ, দেশে দেশে লকডাউনের কারণে বিমান চলাচল, কারখানা, দোকান, রেস্তোরাগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে।

আইএমএফ জানায়, ১৯৩০ সালের মহামন্দার পর এই প্রথম সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থায় বিশ্ব। এবার এশিয়ার প্রবৃদ্ধি নিয়ে সতর্ক করল সংস্থাটি। আইএমএফের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের পরিচালক চ্যাংইয়ং রি বলেছেন, ‘‘সরকারগুলোকে এখন বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে। এই সময়টা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য খুব প্রতিকূল। এশিয়ার দেশগুলোকে অর্থনীতির সকল সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।’’ তবে নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, সামাজিক দূরত্ব নীতিমালা এবং অন্যান্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং সংস্থাগুলোকে সহায়তা করতে হবে। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, করোনা ভাইরাসের কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শূন্যে নামলে ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হবে।

মার্চে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে

চলতি অর্থবছরের মার্চ মাসে মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে। মার্চে মাসওয়ারি ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ। এর আগের মাসে এই হার ছিল ৫ দশমিক ৪৬ শতাংশ। মার্চ মাসে খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি কমলেও বেড়েছে অন্যান্য পণ্যে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মূল্যস্ফীতির হালনাগাদ তথ্যে এই চিত্র পাওয়া গেছে।

বিবিএস আরও বলছে, মার্চ মাসে জাতীয় মজুরি হার বেড়েছে ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ। এর মানে, মূল্যস্ফীতির তুলনায় মজুরি বেশি বেড়েছে। ফলে মূল্যস্ফীতি ক্রয়ক্ষমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে না। বিবিএসের তথ্যানুযায়ী, মার্চে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতির হার ৪ দশমিক ৮৭ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি মাসে এই হার ছিল ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ। মার্চ মাসে খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৪৫ শতাংশ হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে এই হার ছিল ৬ দশমিক ২৩ শতাংশ।

পচনশীল পণ্যে সংকট বাড়ছে চট্টগ্রাম বন্দরে

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পচনশীল পণ্য আমদানি করা হয় ব্যয়বহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রিফার কনটেইনারের মাধ্যমে। এপ্রিলের শুরুর দিকে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বিশেষায়িত এসব কনটেইনার খালাসের চিত্রে কোনো উন্নতি হয়নি। ফলে বন্দরের অভ্যন্তরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় জেটিতে নতুন করে আসা কনটেইনার নামানো যাচ্ছে না জাহাজ থেকে। এর প্রভাব গিয়ে পড়ছে বহির্নোঙরে। জাহাজের অপেক্ষমাণ সময় বাড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে সেখানে।

চট্টগ্রাম বন্দরের তথ্য অনুযায়ী, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রিফার কনটেইনারে তাজা ফল, মসলা পণ্য, শিশু খাদ্য, ওষুধের কাঁচামাল, মাছ প্রভৃতি পণ্য পরিবাহিত হয়। পরিসর বাড়ানোর পরও ১০ এপ্রিল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের অভ্যন্তরে মোট ২ হাজার ৯০০ টিইইউ রিফার কনটেইনার জমে ছিল। যদিও এ ধরনের কনটেইনার রাখার প্রকৃত সক্ষমতা ২ হাজার ৬০০ একক।

পচনশীল পণ্যভর্তি এসব কনটেইনার ডেলিভারি না হওয়ার কারণ হিসেবে মূলত চাহিদা পতনের কথাই বলছেন ব্যবসায়ীরা। তবে পণ্য খালাসে সংশ্লিষ্ট মান নিয়ন্ত্রক সংস্থার ছাড়পত্র না পাওয়ার কারণেও বহু পণ্যের চালান খালাস নেওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে শতাধিক কনটেইনারে আসা ২৮ হাজার টন মাছ আটকে আছে চট্টগ্রাম বন্দরে। প্রতি কনটেইনারে রয়েছে গড়ে ২৫ টন বা তার চেয়ে বেশি মাছ। মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের প্রত্যয়ন না পাওয়ায় বন্দর থেকে এসব মাছ ছাড়িয়ে নিতে পারছেন না আমদানিকারকরা। এ ছাড়া সরকারি ছুটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে রেডিয়েশন টেস্ট যথাসময়ে না হওয়াতেও পণ্য খালাসে বিলম্ব ঘটছে।

বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে, দ্রুত পণ্যভর্তি রিফার কনটেইনারসহ সাধারণ কনটেইনার ছাড়িয়ে নিতে এরই মধ্যে কিছু প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি এখনও। বন্দর থেকে ডেলিভারি না হওয়ায় জেটিতে আসা জাহাজ থেকে এ ধরনের কনটেইনার নামাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

MARITIME MAGAZINE IN ENGLISH FROM CPA

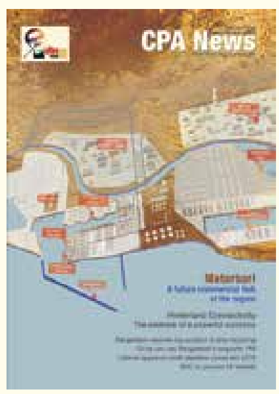

Request for your hardcopy:
enlightenvibes@gmail.com
or find in online:
https://issuu.com/enlightenvibes

প্রাকৃতিক গ্যাসেই সম্ভব পরিচ্ছন্ন জ্বালানির সমাধান

- ২০৪০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক জ্বালানি চাহিদার ৮০% মেটাবে নাবয়নযোগ্য জ্বালানি এবং প্রাকৃতিক গ্যাস
- অন্যান্য খাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা বেড়ে যাবে ৬০%

- ২০১৯ সালে ৬৪ গিগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়েছে
- গৃহস্থালি এবং বাণিজ্যিক কাজে কয়লা এবং অন্যান্য ভারী জ্বালানির অন্যতম ব্যবহারকারী দেশ ভারত এবং চীন

- জ্বালানি পরিবর্তনের কারণে কেবল দক্ষিণ আমেরিকাতেই কার্বন ডাইঅক্সাইডের নির্গমন কমেছে ২০১০ সালের তুলনায় ৫৭%

২০১৯ সাল জুড়ে এলএনজি সরবরাহে ছিল রেকর্ড প্রবৃদ্ধি

- ২০১৯ সালে এলএনজি সরবরাহ বেড়েছে প্রায় ৪০ মিলিয়ন টন। এর ৩৭% এসেছে কেবল যুক্তরাষ্ট্র থেকেই

- মোট সরবরাহ ছিল ৩৫৯ মিলিয়ন টন, যা প্রায় ৭২২ মিলিয়ন বাড়ির চাহিদা মেটাতে সক্ষম

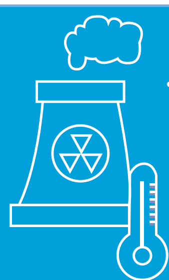

- ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক সক্ষমতা এবং মৃদু শীতের কারণে জাপানে এলএনজি আমদানি কমেছে ৭% এবং দক্ষিণ কোরিয়াতে কমেছে ৮%

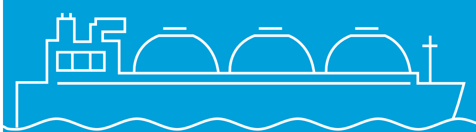

- ইউরোপে এলএনজি আমদানি বেড়ে গেছে ৭৪%
- অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিম্ন হার, পাইপলাইনের মাধ্যমে আমদানি কমেছে
- জ্বালানি হিসেবে কয়লার বদলে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

- শীর্ষ তিনটি উৎপাদনশীল দেশের মধ্যে চীন প্রতিবছর ৬৪ মিলিয়ন টন এলএনজি আমদানি করে

- ২০১৮ সালে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানিতে জাপানকে ছাড়িয়ে চীন বিশ্বে শীর্ষ স্থান দখল করে

২০১৯ সালে ১৬০০ স্পট কার্গো ডেলিভারি হয়েছে

দীর্ঘমেয়াদি এলএনজি চাহিদা সৃষ্টির দরুন সরবরাহে রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগ

২০১৯ সালে এলএনজি সাপ্লাই ইনভেস্টমেন্টে রেকর্ড

- ৭১ মিলিয়ন টনের ফাইনাল ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন (এফআইডি)
- যুক্তরাষ্ট্রেই হয়েছে এর ৪২%

২০৪০ সালের মধ্যে

- এলএনজি চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ৭০০ মিলিয়ন টনে

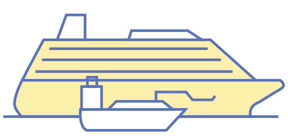

- এলএনজি বাঙ্কারিংয়ের চাহিদা বাড়বে ৩০ মিলিয়ন টন পর্যন্ত

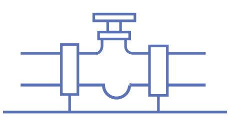

- চীনে গ্যাসের চাহিদা বাড়বে

- দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ১৮৫ মিলিয়ন টনে

খতিয়ান

বন্দরের আয়-ব্যয়, কনটেইনার ওঠানামার মাসিক পরিসংখ্যান

২০১৯ ও ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের তুলনামূলক চিত্র

কনটেইনার হ্যান্ডলিং (টিইইউ)

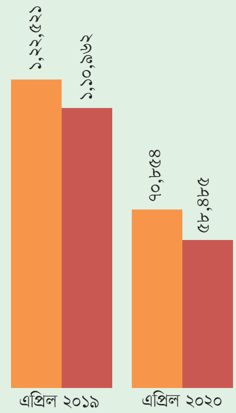

এপ্রিল ২০১৯
মোট কনটেইনার হ্যান্ডলিং
২,৩৩,৪৮৩ টিইইউ

এপ্রিল ২০২০
মোট কনটেইনার হ্যান্ডলিং
১,২৯,৩৩৯ টিইইউ

প্রবৃদ্ধি -৪৪.৬০%

কার্গো ও কনটেইনার আমদানি-রপ্তানি (মেট্রিক টন)

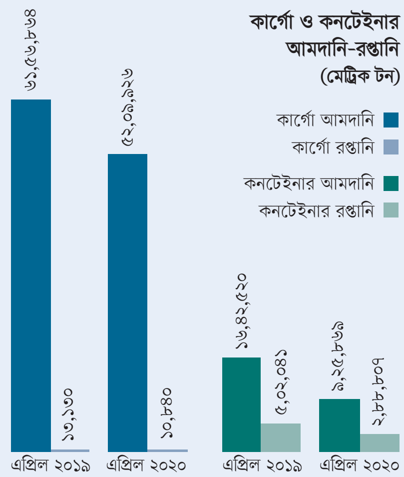

আর্থিক প্রতিবেদন (কোটি টাকায়)

	এপ্রিল ২০১৯	এপ্রিল ২০২০
রাজস্ব আয়	২৬৫.১৬	২৫০.৭৮
রাজস্ব ব্যয়	১৫১.৯০	১২০.৮২
উদ্বৃত্ত রাজস্ব	১১৩.২৬	১১৯.৯৬
ইনকাম ট্যাক্স (সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত)	৭.৪৩	২.৪৩
ভ্যাট (সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে সংগৃহীত)	৮.৭৬	৪.১০
ভ্যাট (কর্তৃপক্ষের আয় থেকে)	৩৩.৮৭	১৮.৯৪

তথ্যযোগ

১. *মো. নজরুল ইসলাম*
পরিবহন পরিদর্শক, অপারেশন শাখা, পরিবহন বিভাগ

২. *মো. কামরুল আহসান*
হিসাব সহকারী, অর্থ ও হিসাব বিভাগ

BANDARBARTA

a monthly maritime magazine by

Chattogram Port Authority